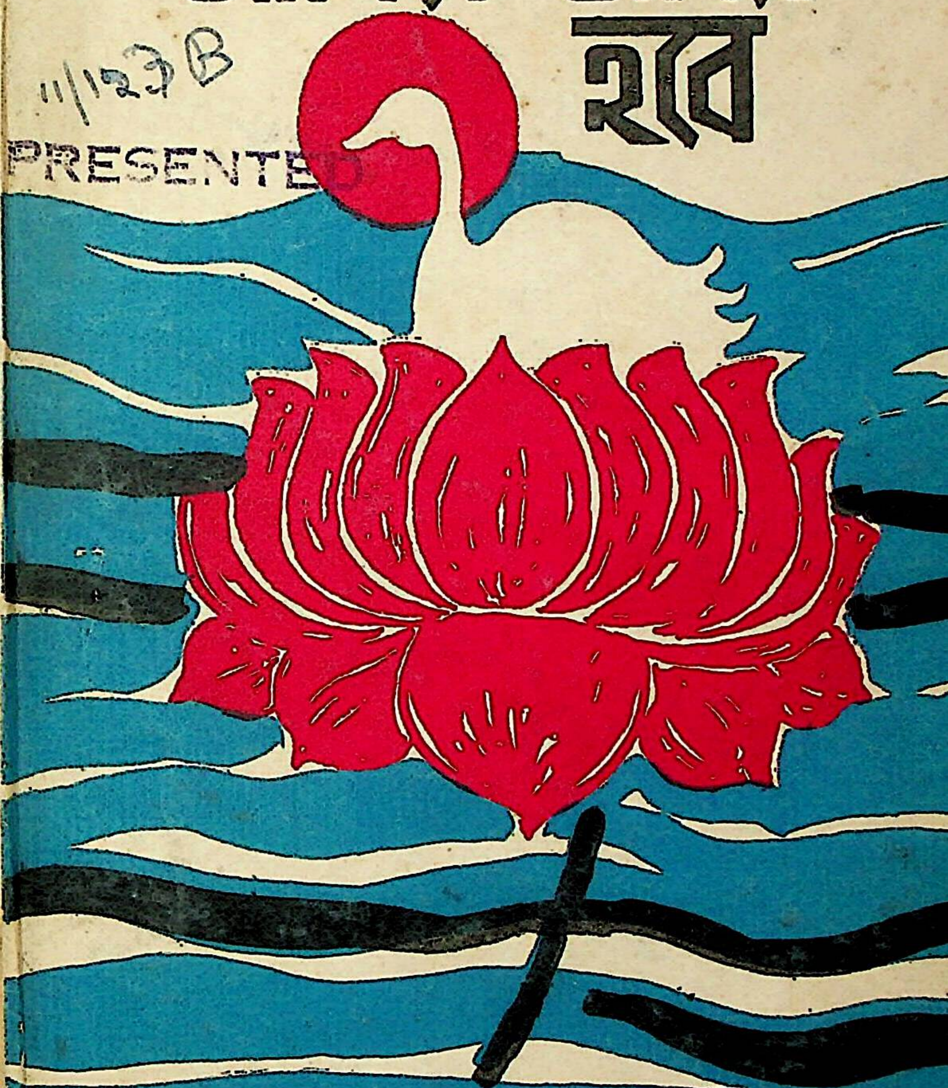
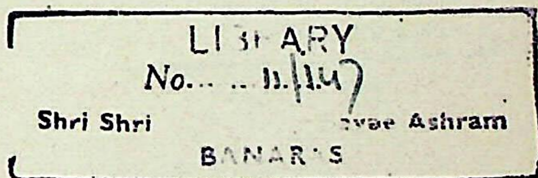
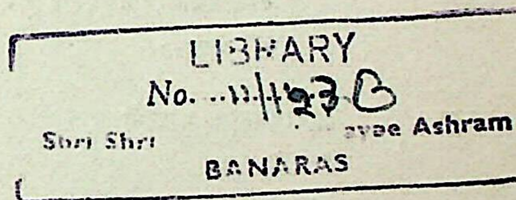
আমিকে জানতে হবে



শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য



আমি কে জানতে হবে



শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য

প্রকাশক : শ্রীগুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য
"জগদীশ ভবন", সিঙ্গাতলা রোড, মালদহ (পশ্চিম বঙ্গ)।

প্রথম সংস্করণ : মহালয়া ১৩৭৬

দ্বিতীয় সংস্করণ : রথযাত্রা ১৩৮০

পরিবেশক : ১। শ্রীমতী পূর্ণিমা ভট্টাচার্য
১১বি ফার্ণরোড
কলিকাতা-১৯

২। শিক্ষা ভারতী
৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

৩। শ্রীদেবজ্যোতি গোস্বামী
৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রণ : শ্রীপরেশনাথ গোস্বামী
শ্রীআর্ট প্রেস
৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীঅমর ভট্টাচার্য

মূল্য : তিন টাকা

উৎসর্গ

স্বর্গীয়

পিতা জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

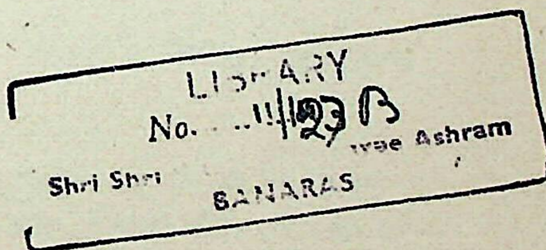
ও

মাতা স্বর্ণলতা দেবী

দিব্য আত্মার

স্মরণে।





প্রস্তাবনা

'আমি কে জানতে হবে' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৬ সালে। বইখানি সর্বত্র সমাদৃত হয়েছিল এবং গুণী সমাজ কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রশংসিতও হয়েছিল। বইখানির প্রথম ৪১টি অনুচ্ছেদ শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রেমনারায়ণ বাজপেয়ী ইংরেজীতে অনুবাদ করে 'know thy self' নামে অক্সফোর্ড-আই. বি. এচ থেকে প্রকাশ করেন। বাঙলা সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত, ইংরেজী গ্রন্থটিও প্রায় নিঃশেষিত। বইখানির সমাদরে উৎসাহিত হয়ে এই দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করতে চলেছি। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের সমস্ত ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করা হল, কিছু অনুচ্ছেদ পুনর্লিখিত হল এবং কিছু নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত হল। যে সমস্ত মনিষী এই গ্রন্থ সম্পর্কে মতামত জানিয়েছেন, যে সমস্ত পাঠক উৎসাহ সহকারে জীবনের গভীর তত্বপূর্ণ এই গ্রন্থ পড়ার ধৈর্য প্রকাশ করেছেন তাঁদের কাছে আমি সমান কৃতজ্ঞ। আমি তাঁদের হাতে এই দ্বিতীয় সংস্করণ বিনীতভাবে তুলে দিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণের পরিমার্জনার কাজে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

সর্বশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সুধাদি (মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কন্যা) এবং শ্রীশ্রীধর ভট্টাচার্যকে (কবিরাজ মহাশয়ের একনিষ্ঠ সেবক)। এই পুস্তকের বিষয় বস্তুর প্রেরণা দিয়াছেন সচল বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এবং সাধিকপ্রবর শ্রীশ্রীগঙ্গা দেবী, পঞ্চতীর্থ, বেদান্ত সরস্বতী। আমি সেই মহাত্মাদের প্রণাম জানাই।

রথযাত্রা, ১৩৮০
১১ বি, ফার্ণরোড
কলিকাতা-১৯

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য

(গীতা ব্যাখ্যাকার, ডব্লু. বি. জি. এস্ (অবসর প্রাপ্ত), সহজ গীতা পরিচয়, শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।)

হৃষীকেশ আশ্রম
মুনী-কী রেতি, পোঃ হৃষীকেশ
দেরাদুন (ইউ পি) ১-৪-৭০

যোগীবর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী বলেন,

'আমি কে জানতে হবে' পুস্তকখানি পড়ে আনন্দিত হয়েছি ; ...বইখানি বেশ হয়েছে। অধুনা এর অধিকারী দুর্লভ। ......জীব হংস হংস এই মন্ত্র দিবারাত্রিতে ২১৬০০ একুশ হাজার ছয়শত বার সকল সময় জপ করে। এই হংসঃতত্ত্ব তন্ত্র পুরান যোগউপনিষৎ সমূহে ও স্মৃত সংহিতায় কথিত যোগিগণের মোক্ষদায়িনী অজপা নামক গায়ত্রী। ......শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি গ্রন্থকার বাবা পরমানন্দে নিত্য স্থিতি লাভ করুণ।

Dr. R. C. Mazumdar
4 Bepin Pal Rd. Calcutta-26
29. 10. 70

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য রচিত 'আমি কে জানতে হবে' নামক কাব্যখানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি। হিন্দুদের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে সর্বজন স্বীকৃত মূল তত্ত্বগুলি তিনি অতি সরল ভাষায় কবিতার আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। সংসারে নানা কার্যে ব্যস্ত মানুষের মনে মাঝে মাঝে নিজের সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন জাগে তাহারই প্রেরণা কবিতাগুলির মধ্যে দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশা করি চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
(প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, ডি-লিট্, এফ্-এ-এস্।)

ভূমিকা

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য রচিত 'আমি কে জান্‌তে হবে' নামে ভূষিত কাব্য গ্রন্থখানি পাঠ করেছি। গ্রন্থখানির একাধিক বৈশিষ্ট্য আছে। এর বিষয়বস্তু অনুভূতি নয়, নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা। বিশ্ব রহস্য, ঈশ্বর তত্ত্ব, কল্যাণ তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয়। মনে হয় গ্রন্থকার যোগের অনুরূপ পথে সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধেও চিন্তা করেছেন এবং একটি সাধন মার্গেরও সন্ধান পেয়েছেন। এটিকে তিনি 'হংস তত্ত্ব' বলেন। কথাটির একটি পারিভাষিক অর্থ আছে এবং তার ব্যাখ্যা তিনি সবিস্তারে কবিতায় দিয়েছেন। শুধু তাই নয় লেখক আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত পরিচিত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুবর্তী। সে দৃষ্টিভঙ্গিও কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত। মোটামুটি কবিতাগুলি মননধর্মী এবং কবির সাধনজীবনে লব্ধ নানা তত্ত্ব-কথার পরিচয় দেয়। এই ভাবে গ্রন্থখানি একটি অনন্যসাধারণ রূপ ধারণ করেছে; গতানুগতিক পথে না গিয়ে তা নূতন পথে গিয়েছে। এই সব বিবেচনা করে আমার মনে হয় তা কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং পুরস্কার হিসাবে তা তাঁর কাছে নূতন রসের আস্বাদ এনে দেবে।

মহালয়া, ১৩৭৬

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

(ডি. লিট্; এফ. এ. এস্; অবসর প্রাপ্ত আই. সি. এস্; ভূতপূর্ব উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।)

Dr. Radhagovinda Basak
M. A., Ph. D., D. Litt., F. A. S,
Vidyavacaspati, Recipient of
President's "certificate of Honour
in Sankrit."

Govinda-Dhama
69 Ballygunge Gardens
Calcutta-19
Calcutta 18. 7. 1973

ইতিপূর্ব্বে পাঠকবর্গ যে হরলাল ভট্টাচার্য মহাশয়কে তাঁহার রচিত "সহজ গীতা পরিচয়" ও "শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয়"—নামক গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা বলিয়া তৎ-তৎপুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন, সে-ই হরলালের অপর একখানি পদ্যেবদ্ধ "আমি কে, জান্তে হবে"—নামক গ্রন্থ আমাদের হস্তে আসিয়া পড়িল। এই নূতন পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতীব আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এই পুস্তকে হরলাল যেন এক দার্শনিকের ভূমিকা লইয়া সাহিত্য জগতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি জানিতাম হরলাল কলেজের শিক্ষার্থী থাকাকালে বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তাই আলোচ্য গ্রন্থে তিনি অনেক আধুনিক কালে পরিজ্ঞাত তথ্যসমূহের সাহায্য লইয়া তাঁহার বক্তব্য আত্মতত্ত্ববিষয়ক চিন্তাগুলিকে অধিকতর বোধগম্য করিতে চেষ্টমান হইয়াছেন। উপনিষৎ সমূহের মহাবানী "তৎ-ত্বমসি," "সোঽহম্", "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইত্যাদি স্মরণ করিয়া অত্যন্ত সরল ও সুললিত ভাষায় "আমি কে" এই দার্শনিক প্রশ্নের সমাধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ভট্টাচার্য মহাশয়। মনে হয় যেন হরলাল শঙ্করাচার্য্যের 'মোহ-মুদ্গর' পুস্তকের অবশ্য স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের—

সর্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং
সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্।

টীকা বা ভাষ্যরূপেই বহুপরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই অভিনব গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস জ্ঞানপিপাসু ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ-খানিকে উপাদেয় ও মূল্যবান্ না বলিয়া পারিবেন না।

দীর্ঘজীবী হইয়া হরলাল উত্তরোত্তর আরও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইউ এই আমাদিগের আশীর্ব্বাদ।

এই গ্রন্থের অবশ্যই বহুল প্রচার সম্ভবপর হইবে। ইতি—

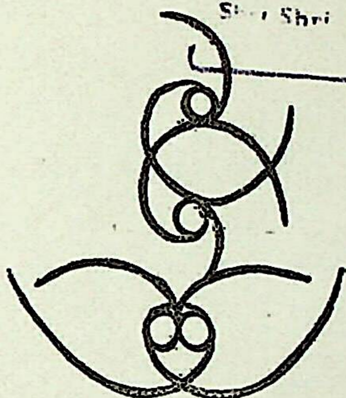
শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক ইং ১৮।৭।১৯৭৩

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমধুসূদন ন্যায়াচার্য্যের অভিমত

পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শাস্ত্রেই কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই তিনটিকেই ত্রিতাপ পীড়িত জীবকুলের শান্তির উপায়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় শাস্ত্রেই অধিকারী ভেদে বিভিন্ন উপায় ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। যে সকল সংসারী জীব জ্ঞানের অধিকারী নহেন তাহাদের জন্য সকাম কর্ম বিহিত অর্থাৎ যাহারা পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি লৌকিক উপায়ের মাধ্যমে সুখ বা শান্তি কামনা করেন সেই সকল অজ্ঞ বা স্বল্পজ্ঞ জীবের জন্য সকাম কর্ম বিহিত। আবার যাহারা ক্ষণভঙ্গুর লৌকিক সুখ শান্তিকে বিনশ্বর মনে করেন এবং নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা কর্মজনিত ফল ভোগ করেন বটে কিন্তু নিষ্কাম কর্মের বিশেষ ফল চিত্ত শুদ্ধিও লাভ করিয়া থাকেন। চিত্ত যখন নিষ্কাম কর্মের ফলে রজোগুণ এবং তমোগুণ শূন্য—হইয়া মালিন্য মুক্ত হয়, পূর্ণ সত্ত্ব গুণে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এক অনির্বচনীয় প্রশান্ত ভাব চিত্তে উদিত হওয়ার ফলে তখনই জীব সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হয়। এই যে প্রশান্তি অবস্থা এই অবস্থাটিকে শাস্ত্রে স্থিতধী বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় তীব্র বৈরাগ্য অর্থাৎ বিষয় ভোগে আত্যান্তিক বিরক্তি উৎপন্ন হওয়ার ফলে তখনই মুমুক্ষু জীবের আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। এই যে আত্ম জিজ্ঞাসা এইটিকে ব্যক্ত করিবার জন্যই গ্রন্থকার গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন 'আমি কে, জানতে হবে।' এই 'আমি কে?' অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসা উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শনে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই জিজ্ঞাসার উত্তর বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দর্শনে বিবৃত হইলেও মুখ্যত: অদ্বৈতভাব এবং দ্বৈতভাব—এই দুইটিভাব গ্রহণ করিয়া আত্মজিজ্ঞাসার উত্তরে যথাযথ আত্ম তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।

উপনিষদেও আমরা 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'তৎত্বমসি শ্বেতাকেতো' এই সকল শ্রুতি বাক্য হইতে যেরূপ অদ্বৈতভাবে আত্মতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি তদ্রূপ 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি', 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখ্যায়া'—এই সকল শ্রুতি হইতে দ্বৈতভাবেও আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকি। শাঙ্করবেদান্ত দর্শনে যেরূপ অদ্বৈতভাবে অহং ভাব রূপ আত্মদর্শনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তদ্রূপ ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনে দ্বৈত-ভাবেও পূর্বোক্ত শ্রুতি মূলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অমরনাথ, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি ভারতের মহান তীর্থ সমূহের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং অহং ভাবের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্মতত্ত্ব বঙ্গভাষাময় সুললিত পদ্য অবলম্বনে স্বকীয় অনুভূতির অনুরূপ বর্ণনা করিয়া আমি কে? এই আত্মজিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর প্রদানে সমর্থ হইয়াছেন। আমি এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অভিনব নূতন পথের সন্ধান পাইয়া অভিভূত হইয়াছি। আমি মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সমীপে গ্রন্থকারের কল্যাণময় সুদীর্ঘ জীবন ও তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি কামনা করি।

শ্রীমধুসূদন ন্যায়াচার্য্য
গবেষণা অধ্যাপক (ভারতীয় দর্শন)
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা—
১৬।৭।১৯৭৩



ঘড়ির কাঁটার গতি যে পথে বয়,
বিন্দু গতি বলে ; প্রকৃতি নাম কয়।
উল্‌টো পথে গতি যার
পুরুষ-বিন্দু নাম তার।
আদি বিন্দু হ'তে চ্যুত বিন্দু
গড়ে ; প্রবৃত্তি সংসার সিন্ধু।
চ্যুত বিন্দু প্রকৃতির রূপ,
মিলে দুই বিসর্গ স্বরূপ।
পুরুষ আর প্রকৃতি দ্বি-বিন্দু ব্যক্ত হবে,
বিন্দু দুই একে বলে, আদি পুরুষ কবে।
দুই বিন্দু ঘূর্ণাকারে চিত্রেতে মরাল আসে,
যুক্ত দুইয়ের গতি, ফলে কমল প্রকাশে।
বিন্দু-বিসর্গ সৃষ্টি রহস্য ব্যক্ত করে,
পদ্ম'পরে হংসরূপ উহারাই ধরে।

(১)

অন্ধ, খোঁড়, বোবা এসব জীবের দৈহিক বিকার,
কৃপার পাত্র হ'য়ে জাগায় ব্যথা মনে সবাকার।
রাগ, লোভ, হিংসা এ সবই হয়েছে মনের বিকারে,
হেরিলে কাহারে ব্যথিত মনেতে কৃপা করিবে তাহারে।
ঘৃণা পৃথক করায়,
উহা দূরেতে সরায়,
ভালবাসা রয়েছে সবার সহায়
বৈচিত্রের মাঝে উহা 'একত্ব' করায়।
যাহা কিছু হইছে প্রকাশ
সকলি প্রসূত 'আত্মা'র ;
সকলেরে তাই ভালবাস
হইবে জ্ঞানের প্রসার।
ভাল কিংবা মন্দ
কভু না কহিবে,
ভাগ্য, দুর্ভাগ্য ক'লে
ঘৃণা নাহি রবে।

(২)

পূজা ও পার্বণ,
দেব দরশন,
জপ, তপ, আরাধনা,
ধ্যান আর আলোচনা,
শ্রবণ, পঠন, তীর্থ পর্য্যটন

বৃথা কভু নয়, সবি প্রয়োজন।
দেব দেবী মূর্তিতে বসাবে মন, বৃথা কভু নয়,
বিক্ষিপ্ত স্থূল দৃষ্টিরে আনি স্থিত করাতেই হয়।
যাহার যে মূর্তি মনে বিশেষ ধরিবে
তাহাতেই বসাবে মন, স্থিত তাহে রবে।
নিষ্ঠাসহ জপ, তপ আসিলে অভ্যাসে,
পথের নিশানা পাবে আপনার মনে।
'মন'ই হইয়া গুরু, চালনা করিবে,
সেই মত জপ, মূর্তি পাল্‌টাতে হবে।
দ্বিধাটারে পাছে ফেলে,
জপ, তপে মন দিলে
মন আনন্দে রহিবে ;
ইহা নিশ্চিত জানিবে।
শিরদাঁড়া ভর করি, ধ্যানেতে বসিবে,
শ্বাস নিয়মিত হয়ে প্রাণায়াম হবে।
তালুতে স্নিগ্ধতা অনুভূত রয়,
দেহেতেও তাপ অনুভব হয়।
প্রখর রৌদ্র তাপে ঘাম নাহি রবে,
তালুর শীতলতা ম্লান নাহি হবে।
সে জনারই আঁখি যুগল রক্ত বর্ণে
ঢুলু ঢুলু নেশাভাবে রহিবে মগনে।
মদের নেশায় কেমন,
মাতাল দুলিছে যেমন,
ভুল ক'রে সবে তারে মাতাল কহিবে ;
এ মাতাল সে মাতালে প্রভেদ রহিবে।

অন্তরে আনন্দ তার উছলিত হবে,
লোকালয় হ'তে সে জন নির্জনে ধাইবে।

(৩)

কামিনী, কাঞ্চণ ত্যাগ কঠিনের প্রায়,
আয়ত্তে আসিবে তাহা সাধ্য সাধনায়।
মোহ শেষে
পেয়ে বসে,
আত্ম প্রতিষ্ঠার।
এই ত্যাগ
মহা-ত্যাগ,
কঠিন ব্যাপার।
সৃষ্টির আদিতে 'ব্রহ্ম' র'য়ে ছিল একা,
ধ্যান ভঙ্গে হেরে সবে কারো নাহি দেখা!
প্রতিষ্ঠার মোহ জাগিল অন্তরে,
'আমি ব্রহ্ম'—এই কথা জানাবে সবারে।
এই ইচ্ছা পরবশে
মোহ জাগাইয়া শেষে,
নিজ 'প্রকৃতি'রে ধরে,
সৃষ্টি করিছে সবারে।
তাই, 'ব্রহ্ম-জীব' সবে প্রতিষ্ঠার মোহে,
ইহা আঁকড়িয়া ধরে, ছাড়িতে না চাহে।
প্রতিষ্ঠার মোহ মায়া বশে,
বহু যোগী ভ্রষ্ট হয় শেষে।

(৪)

'আল্লা' কহিছে কেহ, কেহবা 'ভগবান'
'গড্' কহিছে কেহ, কেহবা শক্তিমান।
কেহ কহিছে 'পুরুষ', কেহবা 'প্রকৃতি'
'জ্যোতি' কহিছে কেহ, আছে কোন শক্তি।
অ্যাটম্, নেচার, আয়ন নাম যাহা ধরে,
উপরে রহে একজন,
চালনা করিছে সে জন,
তাঁহারেই বিভিন্ন নামে সবে ব্যক্ত করে !

(৫)

ভাব সবে বসে,
কত অসহায় তোমাজনে।
মোহ মায়া বশে
মাতিয়া রহিছ সবাজনে।
পর কন্যার করি পাণি গ্রহণ,
তাহারে করিছ আপনার জন।
নিজ 'মায়ে' করি বিসর্জন
রহ সদা আনন্দে মগন।
সেই প্রিয় জনে
গ্রাসিলে শমনে
অসহায় করে,
দাঁড়ায়ে শিয়রে
ব্যাকুলিত মনে রবে বেদনায়,

ফিরাবে কেমনে সাধ্য কিবা তার।
মাতা দেখ সযতনে করিছে পালন,
পুত্রকে রক্ষিতে নারে গ্রাসিলে শমন।
যতন করিতে পারে,
রহি মনের বিকারে।
ভবিতব্য যাহা,
হইবেই তাহা।
যখন ঘটিবে যাহা,
রক্ষিতে পার না তাহা।
বৃথা তবে আত্ম-অহংকার,
নিরুপায় তোমা সবাকার।
সবার উপরে রহে একজন,
করি সমর্পণ রবে সর্বক্ষণ।
দুঃখ ভুলিয়া যাবে,
তৃপ্তি মনেতে পাবে।

(৬)

এ বিশ্ব সৃজন
করে কোন জন?
অ্যাটম্ সৃষ্টি করে, ইহাও বলিতে পার;
পরমাণু নাম তার অ্যাটম্ নাম যার।
অ্যাটমের ইলেকট্রন যে কাজ করে—
প্রকৃতি নামেতে উহা দেবী রূপে ধরে।
প্রকৃতি যাহা স্ত্রীরূপে প্রচলিত রয়,

ইহাকেই শক্তি ভাবে নানা কথা কয়।
অ্যাটমে মিলন ঘটায়,
অণু দেহ সৃষ্টি করায়।
অ্যাটমেরই অবস্থানে
দেহের বিবর্ত্তন আনে।
ভাব বুঝি ভগবান কেহ নাই—
অ্যাটমেতে রহিছে সবারি ঠাঁই।
ভাবিয়া দেখহ সবে মনে
অ্যাটম্ সৃজিল কোন্ জনে ?
অ্যাটম্ অচেতন, কেবা তারে চালিত করে ?-
চালনা করে যে জন 'আমি' বলে তারে।
'আমি'টাকেই সবে কবে ভগবান,
'ব্রহ্ম' পুরুষ তিনি সর্ব বিদ্যমান।

(৭)

'আমি', 'আমি' বলে সবে,
'আমি'টাই সব হবে।
হাড় মাস দেহ ধরে
সূক্ষ্মেতে বিরাজ করে।
'প্রাণ-বায়ু' মাঝে রহে
দেহটারে আলো ক'রে।

(৮)

আমায় বলি 'আমি'
তোমায় বলি 'তুমি'

কথা দু'টির ফাঁকে
একটি কথা থাকে।
তিনি বলি যাঁকে,
ব্রহ্ম ক'বে তাঁকে।
সংস্কৃতে 'তদ্' শব্দ তিনি অর্থে কয়—
তদ্ শব্দ ত্রৈলিঙ্গ এমনতর হয়।
'পুং' লিঙ্গে 'স' হ'য়ে থাকে,
স্ত্রী লিঙ্গে 'সা' বলে তাকে।
'তৎ' শব্দ ক্লীব লিঙ্গই কয়,
এমনিতর 'তদ্' শব্দ রয়।
পুরুষ তিনি, স্ত্রী তিনি, তিনিই ক্লীব হবেন,
স্ত্রী পুরুষ দু'য়ে মিলে তিনিই সৃষ্টি করেন।
তিনিই আবার ক্লীবভাবে দ্রষ্টার আসন নেবেন,
সবার মাঝেই নির্বিকারে, তিনিই বিরাজ করেন।
এমনিতরো ভেবো সবে,
ভগবান বল্‌বে যাঁকে।
কথার প্যাঁচে নাহি রবে
এমনি করে জেনো তাঁকে।

৯)

ভগবান বলি যাঁকে,
ব্রহ্ম নামে কহি তাঁকে।
তিনি স-কার, তিনি সা-কার
আবার, তিনিই নিরাকার।

এমনি ক'রে ভেবো মনে,
আছেন তিনি সবাসনে।
স্থূলেও আছেন
সূক্ষ্মেও আছেন
থাকেন নাকো কিছুর 'পরে।
সবি করান
সবি বলান
রহেন শুধু আপন তরে।
হাড়-মাস-দেহ, কথা নাহি কয়
তিনি গেলে চলে, 'আমি' নাহি রয়।
দেহে আমার রইলে যিনি
'আমি', 'আমি' কথা বলি,
দেহের বাইরে র'লে তিনি
'আমি' কথা যাবে চলি।
প্রাণবায়ু র'লে পরে 'মৃত' নাহি কবে;
বাহির হইলে উহা 'মৃত' সবে হবে।
প্রাণ-বায়ু মাঝে দেখ তিনি সদা রয়,
ভেবে দেখ 'তিনি' টাই 'আমি' কথা হয়।

(১০)

'আমি' কে চিনিতে হলে,
হাড় মাস দেহ ভুলে
শ্বাসেতে স্থাপিয়া মন,
'আমি'কে করহ মন্থন।

শ্বাস তালে মন দিলে
আমাকেই জানা হবে।
'আমি' টাকে জানা হলে
সব কিছু জ্ঞাত রবে।
শ্বাস-বায়ু এলোমেলো বহিছে সবার,
সুস্থির হইলে উহা, সুখের আগার।
অস্থির বায়ুতে রলে
সবে তারে 'জীব' বলে।
সুস্থির বায়ুতে রলে
সবে তারে 'শিব' বলে।
বায়ু স্থিরে মন স্থির,
মন স্থিরে বায়ু স্থির;
সত্যি ইহা হয়
মিথ্যা কভু নয়।

(১১)

নাভি হ'তে জলাকারে
বহে বায়ু নিম্নাধারে।
নাভি হ'তে বাষ্পাকারে
গতি রহে উর্দ্ধাকারে।
নাভি মূলে 'প্রাণ-বায়ু' করিছে ধারণ,
আকর্ষণ বিকর্ষণে রহিছে জীবন।
নাভি হ'তে শ্বাস ছাড়ি যবে যায়
নাভি শ্বাস হইবে যাহার,—

সেই ক্ষণকালে আনন্দ সে পায়
প্রাণায়ামে হয়ে স্থিতি তার।
অনভ্যাসে মন তাহে আনন্দ না পায়,
ছাড়িয়া যাইছে সবারে
সে মন বুঝিবারে পারে,
মায়া বশে দেহ সেবা ছাড়িতে না চায়;
বিধির নিয়ম রবে না বাঁধন,
রহিছে ঘিরিয়া নিজ পরিজন,
দেহে পুনঃ ফিরিতে সে চায়,
টানাটানি মনেতে করায়।
দুঃখ তাহে পায়,
আনন্দ হারায়।
যে সময়ে মানব বেদনায় ভুগিছে,
সে সময় যোগীবর আনন্দে মাতিছে।

(১২)

কর্মেতে প্রবৃত্তি আনায়,
প্রবৃত্তিই কর্ম করায়।
মানবের ধর্ম ইহা জানিবে সকলে,
কর্মেই নিবৃত্তি আনে সবে ইহা বলে।
কর্মেতে নিবৃত্তি এলে,
'আমি'টাকে জানা হলে;
যোগী তারে কবে,
'ব্রহ্ম' জ্ঞাত হবে।

পরার্থে যোগীবর কর্ম যদি বা করে,
নিষ্কামে রহি কর্ম 'সন্ন্যাসী' নাম ধরে।

প্রবৃত্তি যাহার যেমন
কর্ম সে করিছে তেমন;

প্রবৃত্তির বসে মানব যে পথেতে ধায়,
হিত কথা নাহি মানে বাঁধা নাহি চায়;
রবে সে যে ছন্ন ছাড়া,
মন তার বিপথেই ধায়,
পরিণামে দিশে হারা,
আশ্রয় সে চায়।
প্রকৃতির নিয়ম যাহা
সকলিই ঘটিবে তাহা।

ব্যতিক্রম কভু নাহি হয়,
ভাবিলে, দুঃখ নাহি রয়।

নিজ মতে চালনা করিবে সবারে—
মিথ্যা এ দাম্ভিকতা ফেলি দাও ছুঁড়ে;
সবার প্রবৃত্তি এক,—কভু না সম্ভবে,
প্রবৃত্তির বশে কর্ম, 'ভাগ্য' তাকে কবে।
সাধ্য কিছু নাহিকো তোমার
প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘিবার।

যাহার যে ভাগ্য সেভাবে চালিত করে,
ভাগ্যে রহিবে যাহা তেমতি কর্ম ধরে।
সকল মানবের ভাগ্য তুমি ফিরাবে কেমনে?
ভাগ্যের লিখন যাহা তেমনি ভুগিবে সে'জনে।

(১৩)

নিবৃত্তি পরায় 'মন' রবে যতক্ষণ,
দেহের বিহনে 'আত্মা' কহিছে তখন।
'আত্মা' কহিছে যারে
'আমি' বলিছে তারে।
রহিয়া মনের পাখী,
হাড় মাস দেহে থাকি,
মোহ ঘোরে রহে সদা 'মায়া মন' মাতি।
খাঁচায় রহিয়া পাখী
কভু নাহি রয় সুখী।
সুখ সুখ করি শুধু কাঁদে দিবারাতি।
শব্দ 'অউম্' রহিছে মানবের প্রাণে,
বাজিয়া যাইছে বাঁশি আপনার মনে।
'হংসঃ' শব্দ বাজে কানে,
রহিলে সদা মায়ার টানে।
মোহ নেশায় র'লে পরে
শব্দ আসল শুনে নারে,
মায়া মোহে ঘুরলে সদাই,
হবে 'আমি' কথার কথা ভাই।

(১৪)

বয়স হল,
ভালই হল।
'হংস্'-দেহ ভাঙ্গতে বাকি,
আকাশ পানে চেয়ে থাকি।

ডানা যে মোর হয়েছে ভারি
কেমন করে আকাশে উড়ি ?
ভেবে মরি তাই
ব্যথা মনে পাই।
ভাঙ্গা খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে
আকাশ যে মোর ভেসে আসে,
মায়া মোহের দেহটাকে
ছাড়তে হবে, সদা মনে ভাসে।
খাঁচা ছেড়ে বাহির হলে,
ডানাভারি রইবে যতদিন,
ডানা মেলে উড়তে গেলে
লাগে যতদিন, রব ততদিন।
ঝেড়ে ঝুড়ে যাব চলে,
চাইবো নাকো পিছন ফিরে ;
রইব না আর মায়ার ছলে
আকাশ পানে যাব উড়ে।
আকাশেতে আসল ঠাঁই,
ইহাই সবে জানবে ভাই।

(১৫)

সুখ সুখ কর সবে,
সুখেতেই মগ্ন রবে।
দুঃখ, শোক কভু নাহি চাও—
সুখ তরে ঘুরিয়া বেড়াও।

ভোগের লালসায় মগ্ন সদা রও,
এটা চাও, ওটা চাও তৃপ্ত না হও।
ভোগেতে লালসা বাড়ায়,
রহে অতৃপ্ত বাসনায়।
যাহা কিছু কর ভোগ, অনিত্য সবি রয়,
নিত্য বস্তু হ'তে ভোগ, নিত্য সুখই হয়।
যাহা কিছু গতিশীল অনিত্যই হবে,
স্থিতিশীল 'আমি' টাকে নিত্য সবে কবে।
'আমি' টাকে জানা হলে
নিত্য সুখে তবে রলে।
সুখ দুঃখ এসব মনেতে ঘটায়,
স্থির-মতি দু'য়েতে সমতা আনায়।
ভোগের লালসায় রহিলে পরে,
অতৃপ্ত বাসনায় সুখ নাহি ধরে।
সবারি রহিছে খিদে, খেতে সবে চাও,
সেই খিদে, সেই মল, যাহা কিছু খাও।
যদি বহু কিছু চাও জিহ্বার লালসায়,
অসৎ উপায়ে তাহা,
আনিতে হইবে যাহা
পরিণামে সুখ বিনে দুঃখই করায়।
সংযত হইবে লালসা যাহার,
সোজা পথেতে চলি সুখ আসে তার।
ভোগ না হইলে কভু নিবৃত্তি আসিবে,
ভোগ করি পুনঃ পুনঃ বিচার করিবে।
ভোগেরে বিচার করি

প্রবৃত্তিরে করিলে লয়,
বাসনারে তৃপ্ত করি
আসি স্থিতি নিবৃত্তে হয়।

(১৬)

মৃত্যুকে করিছ ভয়,
ইহার কারণ রয়।
নিজ বাস ছাড়ি সবে বাঁধিয়াছ পরবাস,
ভুলিয়া রহ সবে নিজের আসল আবাস।
যেথা হ'তে আসে সবে
সেথানেই যেতে হবে।
নিজের আসল আবাস যারি চিন্তা রয়
পরবাস ছাড়ি যেতে আনন্দ তারি হয়।
যে মানব পরবাসে
নিজ মনেরে বিকায়ে রাখে,
আঁধার ঘনায়ে আসে
মায়া মোহে বিভীষিকা দেখে।
ভাবিয়া দেখহ তোমরা সবে
দূর দেশে যে স্বজন রহিছে প্রবাসে,
তারি লাগি দুঃখ নাহি হবে
জানা আছে কোথা গেছে কোন সে আবাসে।
ছাড়ি দেহ নিজ ঘরে চলেছে যে জন—
কেমনে হইবে উহা শোকের কারণ।
মৃত্যুরে না করি ভয় আলিঙ্গন করিবে সর্বজনে,

যাইবে নিজ আলয়, ছাড়ি পরবাস দুঃখ অবসানে ।
পরবাসে যাহা কিছু,
আপন নাহিকো কিছু ।
নিজ বাসে যাহা রবে,
সকলি আপন হবে ।

(১৭)

ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখে চক্ষু বুজে যে জন সদা রয়,
ঘুম ভাঙ্গিলে চক্ষু মেলে অলীক দেখে সত্যি কিছুই নয় ।
জীবনটারে এমন ক'রে ভেবো সবে মনে,
মায়ার ঘোরে খেলছ খেলা বসি নিরজনে ।
ভাঙ্গা ঘরে তাসের খেলা,
সাঙ্গ হবে নাইকো বেলা ।
নাটক শেষে, পোষাক ছেড়ে,
ধরবো এবার 'আমি' টারে ।
হাট বাজারে সাজিয়ে দোকান,
গড়ে ছিলাম নিজের মোকাম,
কেনা বেচা সবই হল—
কত কিছু পড়েই রল ।
এখন মেলার শেষে ভাঙ্গছি দোকান ঘর,
বেলা হল, যেতে হবে আমার আপন ঘর ।
মেলা ঘরের দোকান ভরে
দুঃখ কেহ নাইকো করে ;
ভবের খেলনা ফেলে দিয়ে,

নিজেকে এবার চিনে নিয়ে,
পিছু পানে চাইব নাকো ফিরে,
যাচছি এবার আপন ঘরে।
খেলার ঘরে আছ তোমরা
তাইতে তোমরা দুঃখে হারা।
তাসের খেলা ভাঙ্গবে যেদিন,
আমার মতই যাবে সে'দিন।
রিটার্ণ টিকিট কেটেছ সবে,
মেয়াদ শেষে যেতেই হবে।

(১৮)

প্রবাসে তোমরা সবে
আমারে ঘিরিয়া রবে,
মোহ-মায়া আর আমিত্বের পাশে
বাঁধিছ আমারে, রাখি পরবাসে।
স্বজন সবে কাঁদিছে আবাসে রহি প্রতিক্ষায়,
তাহে স্বজনের মায়ার টান বেশী করে ধায়;
প্রবাসের মায়া মোরে বাঁধিতে না পারে,
রহিব না, যাই এবে ফেলি সবাকারে।
প্রবাসের মায়া একেবারে নাই,
না বলিলে, অসত্য হইবে ভাই।
এসকল মায়ার জন,—অধিক স্বজন যারা,
তাই নিজ বাসে যেতে চাই হইয়ে আত্মহারা।
বহুদিন হইলে প্রবাসেতে বাস
ব্যকুলিত হয় মন, ভাবি নিজ বাস।

যৌবনেরে ফেলি যবে বার্ধক্যে পৌঁছায়,
নিজের আলয়ে মন যেতে শুধু চায়।

(১৯)

স্নেহের বন্ধন,
না করি শাসন,
সেই স্নেহ, স্নেহ নয়,
হয় তাহা বিষময়।
যৌবনের পরিবেশ,
কুপথের সমাবেশ।
ভাল মন্দ বিচার না রবে—
মন সততই ব্যভিচারে ধায়।
স্নেহ সেথা বিষময় হবে,
শাসন তাহারে সুপথে আনায়।
মন যার হুঁশ,
সেইত মানুষ।
বংশ আর পরিবেশ,
এই দুইয়ের মিশ্রণ ;
মানুষের হইয়া আবেশ,
করিছে প্রবৃত্তি গঠন।
সৎ বংশ জাত হ'য়ে পরিবেশ ভাল নাহি রলে,
কুগুণ বহিবে হিয়ে, তার বংশগুণ যাবে চলে।
মানুষের মন সদা কুপথে ধায়,
কুপরিবেশ তারে সহজে জড়ায়।

প্রবৃত্তিই সৃজন করিছে পরিবেশ,
মনের মতন গড়ি করে সমাবেশ।
পরিবেশ হবে যাহার যেমন,
পরিচিত রবে মানুষ তেমন।

(২০)

বোম্বাই তুমি যাবে বলে
দিন ক্ষণ ঠিক ক'লে।
কলিকাতা হ'তে যাত্রা, শুরু যদি কর,
নানাপথে বোম্বাইতে যেতে তুমি পার।
এলাহাবাদ হয়েও কেহ বা যায়—
হইয়ে মহীশূর যেতে পারা যায়।
যদি কেহ সোজা পথে যেতে সেথা চায়
নাগপুর হ'য়ে যায়, পাথেয় কমায়।
সোজা পথে বাঁকা পথে যে পথেই যায়,
গন্তব্য স্থল তার, বোম্বাইতে পৌঁছায়।
নানা জন নানা মত—
"যত মত, তত পথ"।
মনের অবস্থা ভেদে পথ তার বাছাই হবে।
যে পথেই চালিত হবে লক্ষ্যস্থল একি রবে।
'ব্রহ্ম' জ্ঞানী যেই হবে,
তাঁরা সবে একি কবে।
শঙ্কর, বিশু, বুদ্ধ, মহম্মদ, নানক,
এঁরা সবে ধরণীতে সবারি জনক।

সম পূজ্যপাদ, মহামানব,—
বিভেদ করিছে দস্যু দানব।

(২১)

আকাশেতে উড়ছে পাখি
ধরে এনে খাঁচায় রাখি ;
ভাবছ মনে পোষ মেনেছে,
আদর পেয়ে প্রাণ মেতেছে।
মায়ার বাঁধন ছাড়ি তোমার
পাখি তোমার উড়বে না আর ;
পাখির সদাই ছট্‌ফটানি রয়,
উড়বে সে যে সুযোগ পেলেই হয়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে
আকাশ পানে দেখে
উড়বে কবে ভাবে মনে ;
যাবে কবে আকাশ পানে।
সুযোগ যদি আসে
রয়না পরবাসে।
ডানা মেলে উড়লে পাখি,
পিছন ফিরে তাকায় নাকি ?
নিমক হারাম ভাবছ প্রাণে—
আপন মায়ার মোহের টানে।
ভোগের মায়ায় বদ্ধ রলে
মনটি যেমন দেহ ধরে ;

ভোগের শেষেই দেহ ফেলে
প্রাণের পাখি যায় যে উড়ে।
দেহ দিয়ে ভোগ করে,
মন তাহে দেহ ধরে ;

(২২)

হিন্দু তীর্থ যা কিছু সব ব্যক্ত স্থূলাকারে ;
সূক্ষ্মের প্রতীক স্বরূপ জানিও তাহারে।
হিন্দু দেব দেবী যাহা
মিথ্যা কিছু নয় তাহা।
সূক্ষ্ম অর্থে কহিছে সকল,
স্থূল ভাবে রহিছে কেবল।
'শিবলিঙ্গ' স্থূল সম্ভোগ প্রতীক;
সূক্ষ্ম ভাবে জানিও স্থূলের অধিক।
মানবের রহিয়াছে স্থূল ভাব,—
স্থূল হ'তে আসে সূক্ষ্মের প্রভাব।
স্থূল সম্ভোগ চিন্তন হ'তে
সূক্ষ্ম সম্ভোগ জাগিবে চিত্তে।
'সোহং' অবস্থায় যদ্যপি রহিবে,
'সসীমে' রহি উহা অসীমে কহিবে।
সূক্ষ্ম সহ সূক্ষ্মের মিলনে
সদা রবে আনন্দিত মনে।
হেন অবস্থায় ;—
'অমরত্ব' ঘটায়।

তুষার লিঙ্গ,—সবে যাহা 'শিব-লিঙ্গ' কয় ;
'অমর নাথ' তীর্থ নামে পরিচিত রয় ।

(২৩)

সাগরের বিশালতায়
নিজেরে ক্ষুদ্র দেখায় ।
'সসীমে' ছাড়ি আত্মা 'অসীমে' মিশায়,
হেন অন্তিম কালে বৃথা কাঁদিয়ে ভাসায় ;
সাগরের জল বাষ্প হ'য়ে আকাশে উড়ায়,
বাষ্প পরে মেঘাকারে শীতলেরে স্পর্শ করায় ।
শুভ্র তুষার হের পাহাড়ের গায়,
রৌদ্র তাপে তুষার গলি জলাকারে ধায় ;
সেই জলরাশি "গঙ্গা" নামেতে ধরায়,
সাগর হইতে আসি সাগরে মিশায় ।
'সাগর-সঙ্গম' কহিছে যাহারে,—
'গঙ্গা-সাগর' বলিছে তাহারে ।
তাই বলে
সভা দলে ;
"সকল-তীর্থ বারবার,
গঙ্গা-সাগর একবার ।"
সাগর হ'তে আসি গঙ্গা নামে সাগরে মিশায় ;
মানুষ তেমনি,—স্থূল দেহটারে ধরি
নানা ভোগ তরে
নানা বেশ ধরে,

পরিশেষে ভোগ ল'য়ে দেহ ত্যাগ করি
'ব্রহ্ম' হইতে উদ্ভূত 'আত্মা' ব্রহ্মতেই মিলায়।
মানবের হেন মুক্তি-ক্ষণ,—তায়,
সাগর তীর্থের তুলনা করায়।

(২৪)

দুর্গম পথ ধরি
বদ্রী-নারায়ণ আসি,
চতুর্ভুজে পূজা কর সমাপন,
হও তৃপ্ত, তুষ্ট হবে নারায়ণ।
বদ্রী-বিশালে মতি রাখে প্রতি পদ-ক্ষণ,
তাহে, বিপদ-সঙ্কুল পথ-ক্লান্তে উদ্বেল না কখন।
জীব-মন বাধা-বিপত্তি অতিক্রমিবে তেমন,
নিত্য মতি রাখে যদি ভগবানে এমন।
পূজা অন্তে কহে বিষ্ণু, হের! দুই পর্বত শিখর
নর-নারায়ণ নামে; কি অপূর্ব শোভা মনোহর!
রহিয়া স্থূল ভাবে
জানায় সূক্ষ্ম ভাবে,
নররূপে নারায়ণ সম্মুখে তোমার;
যাও ফিরি ঘর, পূজ স'বে নর-সবাকার।
"নর-সেবা' যে জন করিবে সদা মনন,
তুষ্ট হয়ে নর-জন, তুষ্ট হবে বদ্রী-নারায়ণ।

(২৫)

নিলাচলে আসি হেরি,
'জগন্নাথ' নাম ধরি,

কাঠের মূরতি
হস্তপদ করিয়া বিহীন ;
করিয়া বিকৃতি,—
দেবতারে করেছে আসীন।

জগতের নাথ যাঁর নাম হবে,
চেয়ে অধিক সুন্দর, কেহ নাহি রবে।
বিকৃত মূর্তি কেন তবে হায় !
স্থূল মূর্তি সূক্ষ্মতে কি ভাব বুঝায় ?
সৃষ্টির আদিতে 'ব্রহ্ম' হরষিত মনে ;
'একোহং বহু স্যাম্' বহু বাসনারে—
সৃজিল এবিশ্ব ভুবন, মিশিয়া প্রকৃতি সনে,
প্রতিষ্ঠার মোহে, ইচ্ছা বশে জাগায়ে অন্তরে।
সৃজিত জন,
হরষিত মন।

হিতাহিত জ্ঞান-হারা
সর্ব সুখে দিশে হারা।
অনিত্যেরে আপনার ক'রে
নিত্য সত্য ব্রহ্মরে না ধরে।
ব্যভিচারে সদা তারা রয়,
সুখ চাহি সুখ নাহি পায়।
সন্তান পিতারে যবে অবজ্ঞাই করে
মনবেদনায় পিতা 'দারু' মূর্তি ধরে।
ভোগ ভোগ করি শেষে অতৃপ্ত বাসনায়
পিতা পানে চাহিয়া রহে মুক্তি কামনায়।

কহে পিতা,—হস্ত পদ নাহিকো আমার
কিছু না করিতে পারি তোমা সবাকার।
আমি যে নিরুপায়,
কেমনে করি উপায় ?
নিজ কর্মদোষে ভুগিছ সকলে
কর্ম কর, কর্মতে মুক্তি সদা মেলে।
কর্মেতে বন্ধন আসে
কর্মে উহা লয় শেষে।
গুণাতীত যদি হয়
কর্ম আর নাহি রয়।

(২৬)

নীলাচলে মূর্তি যাহা ;
সূক্ষ্ম অর্থে হবে তাহা।
সংসার করিছ সবে,—
সংসারেই মতি রবে।
মোহ মায়ার বশে
প্রতিষ্ঠার আবেশে ;
স্ত্রী পুরুষ মিলনের দোহে—
সন্তান সন্ততি করে সবে ;
সংসার করিছে মায়ামোহে,
ভাব মনে ;—তারা অধীন রবে ?
কেহ নাহি রহিবে বশে ;
চলিছে নিজ কর্ম দোষে।

আপন কর্ম ফলে
বিপথে যাবে চলে।
কেহ ভাল, কেহবা মন্দ,
কেহ চোর, কেহ ডাকাত,—
ভাবিছ বসি ভাগ্য মন্দ ;
হরষে আসিছে বিষাদ।
প্রতিষ্ঠার মোহ আশ মনেতে ঘুচায় ;
শোক দুঃখ বেদনায় 'কাঠ' হয়ে যায়।
হও নিরুপায়,
ভাব অসহায়।
হস্তপদ বিহনে
নিরুপায় যেমনে,
রহি নিরব মনে,—
হবে 'কাঠ' তেমনে।

(২৭)

যে সব কর্ম ক্রিয়ায়
বিবেকে তৃপ্ত করায় ;
তাহা 'পুণ্য' নামে কথিত ধরায় ;
কর্ম শেষে, বিবেকের তাড়নায়
অতৃপ্ত হয়ে অনুতাপ আনায় ;
উহা 'পাপ' নামে কহিছে সবায় ;
পাপ পুণ্য সব যাহা কিছু কয় ;
সকলি কর্মের ফলপ্রসূ হয়।

বিবেকের তাড়নায়
রহে মন বেদনায়,
সে কর্ম প্রসূত হইবে পাপ ;
ইহাই মানবের অভিশাপ।

(২৮)

সেবা ভালবাসা যাহা কিছু কর্ম,—
'পাপ' র'বে না তাহা ; কবে তা ধর্ম।
পাপ-পুণ্য নাম যাহা,
'কু', 'সু' কর্ম হবে তাহা।
সেবা, ভালবাসা, ত্যাগ সকলেরে একাত্ম করায় ;
ঘৃণা, ভোগ, স্বার্থপরতা সবারে দূরেতে সরায়।
যে কর্ম বৈচিত্রের মিলন ঘটায়
সু-কর্ম কহিবে তাহা ;
যে কর্ম বৈচিত্রেরে বিচ্ছিন্ন করায়
কু-কর্ম কহিছে উহা।
তৃপ্ত অতৃপ্ত অবস্থা রহিলে মনটায় ;
সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য কহিবে তাহায়।
তৃপ্ত রহিবে যে মন,—
সুখ কবে সর্বক্ষণ ;
পুণ্য র'বে উহা।
অতৃপ্ত রহিলে মন
দুঃখী ক'বে সে জন ;
পাপ হবে তাহা।

দুঃখ যাহা
পাপ তাহা।
অতৃপ্ত বাসনায়
প্রবৃত্তিরে জাগায়।
সুখ যাহা
পুণ্য তাহা,—
তৃপ্তিই করায়;
নিবৃত্তি আনায়।

(২৯)

প্রবৃত্তি বাড়ায় যে জন—
কু-কর্ম করিছে সে'জন।
নিবৃত্তি রহে যে জনার
সু-কর্ম হইছে তাহার।
নিজের অন্তরে 'আত্মা' করি দরশণ;
স্বর্গ রাজ্য আপনাতে করিবে সৃজন।
অন্তরেরি 'আত্মা' হেরে না যেজন;
অনিত্য ভোগেতে মাতি—অতৃপ্ত বাসনায়
জড়ায়ে রাখিছে নিজেরে সর্বক্ষণ;
দুঃখ সম নরক সৃজিছে আপনায়।
স্বর্গ নরক বাহিরের কিছু নয়;
মনের কর্ম ভেদে এ সকলি হয়।
স্বর্গ সুখেতে নিত্য-সুখ,—তাহাই হবে;
নরক অনিত্য-সুখ,—দুঃখ নামে কবে।

(৩০)

জানহসবে, জ্যামিতিতে কয়
বৃত্ত, রেখা বিন্দু সমষ্টি হয়।
অবিভাজ্য গোলক বৃত্ত 'বিন্দু' নাম ধরে ;
'ব্রহ্ম' বিন্দু সম,—এ ভাবে কল্পনাতে করে।
বিন্দুরে করিলে ধারণ ;—
কহিবে তাহারে জীবন।
সবে তারে কহিবে মরণ ;
বিন্দু হ'তে বিচ্যুতি যখন।
পরমাণুর হইয়া মিলন
'অণু' দেহের করিছে সৃজন।
অণুর পরিণতি পরমাণুতে হয় ;
মৃতের নামের আগে চন্দ্র বিন্দু রয়।
চন্দ্র বিন্দু বিকল্পে অনুস্বার হবে,
অণুর-সার সবে পরমাণু কবে।

(৩১)

ভগবান বলে যাঁরে
বিন্দু রূপে ভাবে তাঁরে।
গোলক বৃত্ত বলে তাকে,—
খণ্ড করা যায় না যাকে।
"অখণ্ড মণ্ডলাকারে
ব্যপ্ত যেন চরাচরে।"

'জ্যোতি' রূপে ধ্যান করে ;
'ব্রহ্ম' নামে তারে ধরে ।
কুল কুণ্ডলিনীর ধ্যান শেষে 'জ্যোতি' টাকে ব্যক্ত করায়
কোটি সূর্যের প্রকাশ রয়, কোটি চন্দ্রের শীতলতায় ।
অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত 'জ্যোতি' মানব দেহে রয় ;
বেদ বেদান্তে বলে উহা,—সবাই ইহা কয় ।
প্রাণীর দেহেতে তাপ অনুভূত হয়,
ইহার মাপের 'একক' ক্যালরি কয় ।
আয়ন কণা,
যাহা জ্যোতি কণা
প্রাণীর দেহেতে রয় ;
ইহা বিজ্ঞানেতে কয় ।

(৩২)

বহু দৃষ্টি, বহু শ্রবণ, বহু চিন্তায়,
শ্বাস-প্রশ্বাস তার এলোমেলো করায় ।
দেহের তাপ ভারের সমতা হারায় ;
সুষম খাদ্য উহারে পূরণ করায় ।
দৃষ্টি, শ্রবণ আর একি চিন্তায়
দেহ তাপ ভার সমতা রাখায় ।
নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্থিরে যে জন রহিবে আসীন ;—
তাপ পূরক হেতু খাদ্য তরে রবে না অধীন ।
যোগীগণ কিঞ্চিৎ আহার করি বা না করি গ্রহণ
শীত গ্রীষ্মে রহি নগ্নদেহে, আনন্দে করে বিচরণ

(৩৩)

শ্বাস টানি শ্বাস ফেলি,—
নিশ্বাস প্রশ্বাস বলি।
প্রাণ-বায়ু তারে ক'বে
নিশ্চিত জানিবে সবে।
প্রাণ-বায়ু বলে যারে
হ-কার কহিবে তারে।

হ-ধ্বনি রহিছে অন্তর,—
ইহাই দুঃখের আকর।

হ-শব্দ নাভিমূলে আঘাতিছে তায়,—
মানবের মন সদা অধঃ দিকে ধায়।

হ-শব্দ যে করিছে বিলয়,
'পরম্ পুরুষ' তাঁরে কয়।

(৩৪)

'সঃ' শব্দেতে বাতাস ব'য় ;
প্রাণ-বায়ু 'হ-কার' কয়।

'হং' শব্দে শ্বাস বায়ু আসি দেহটায়
নাভি মূলে সদা তার আঘাত করায়।
'সঃ' শব্দে পুনঃ উহা বাহিরিয়া যায় ;
সেই হেতু অনিত্যেরে নিত্য করায়।

মানব হৃদয়ে 'লাব্-ডুব' শব্দ রয়,
ডাক্তারী মতেতে ইহা ব্যক্ত করা হয়।

'হংস', 'হংসঃ' শব্দ হয়,
তাইতে জীবে 'হংস' কয়।

প্রাণ-বায়ুতে শব্দ সদা রয়,
শব্দ আসল, অন্য কিছু নয়।

শব্দ মাঝে 'সঃহং' শব্দ বয়;
উহার স্থিতি 'সূক্ষ্ম দেহে' হয়।
সন্ধি হ'য়ে 'সোহং' শব্দই হয়,
উহা তখন 'কারণ' দেহে রয়।
আনন্দ,—'কারণ দেহে'ই বয়;
সবে তারে 'আনন্দ কোষ' কয়।
বিকল্পে 'স' বিসর্গই হয়,
'হ' উচ্চারণে উহাই কয়।
ভেবে দেখ এখন মনে
'হ' রবে 'স' এর সনে।
স'এর প্রকাশ হবে যাহায়
হ-কার ধ্বনি বহে তাহায়।
'স' অর্থ স্থূলই হয়
শ্বাস-বায়ু তাহে বয়।
এক বিন্দুরে সূক্ষ্ম যদি ক'বে,
দ্বি-বিন্দু বিসর্গ, স্থূল তাহে হবে।
এমনি করে দেখবে মনে
স, হ রবে স্থূলের সনে।
স্থূল যখন সূক্ষ্ম হবে,
হ-কার তাহে নাহি রবে;

স, হ বিলয় হ'য়ে ও-কার অনুস্বার রবে,
চন্দ্র বিন্দু 'ও' বর্ণে মিলে প্রণব চিহ্নই হবে।
'ও'-এর উচ্চারণ 'অউ' এমনতরই হয়,
অণুর-সার বিকল্পে চন্দ্র বিন্দু'ম্' বর্ণ কয়।

'ব্রহ্ম' শব্দ প্রণব ধ্বনি হবে ;
উহা 'জ্যোতি'র দেহেই রবে।

শব্দ দেখ চারটি ভাগে স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম হয়ে যাবে ;
দেহ তেমন স্তরে স্তরে চারি ভাগে ভাগ হ'য়ে রবে।
ভারী বায়ু, হাল্কা বায়ু ;—দুয়ে বায়ু মণ্ডল কয়,
ঈথার মণ্ডল, আয়ন মণ্ডল আর দু'টি রয়।
ঈথার বায়ু শূন্য,—কেহ নাহি কয় ;
আয়ন মণ্ডল বায়ু শূন্যই রয়।
হংস দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, কারণ দেহ কয় ;
জ্যোতি দেহ যুক্ত হয়ে চারটি দেহ হয়।
হংসঃ, হংসঃ মাঝে যেমন 'প্রণব' শব্দ রয়,
হংস দেহেও সূক্ষ্ম, কারণ, জ্যোতি দেহ হয়।
শব্দ যেমন ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম হয়ে যাবে,
তেমনতর দেহটাও ধারণ ক'রে রবে।
সূক্ষ্ম সাথে সূক্ষ্ম মিলে স্থূল দেহ ধরে,
আবার দেখ স্থূলটারে সূক্ষ্ম পুনঃ করে।
'অক্সি-হাইড্রোজেন' গ্যাসে দু'য়ে মিলে
'জল' তারে করে ;—বিজ্ঞানেতেই বলে।
'জল' হ'তে অক্সিজেন বাহির করিয়ে—
সূক্ষ্ম 'বায়ু' করে নাইট্রোজেন মিশিয়ে।

বিধির কৌশলে তেমন স্থূল দেহ পরে
'আত্মা' বসতি ক'রে সূক্ষ্ম দেহ ধরে।
'আত্মা' যদি শব্দ হবে,
সত্যি ভেবে যদি কবে,—
এমনি মনে ধর ;
আত্মা তবে মৃত্যু পরে
সূক্ষ্ম দেহ রবে ধরে,
বিশ্বাস তাহে কর।
হংসঃ, হংসঃ শব্দ মাঝে 'প্রণব' শুনেন যিঁনি,
হংস-এর পরম পরমহংস নাম নিবেন তিনি।

(৩৫)

"অহম্' শব্দে 'হ' শব্দ রবে,
প্রাণ-বায়ু হ-কারেতে কবে।
'অউম্' শব্দে 'উ' শব্দ রয়,
'উ' শব্দরে উপস্থিতি কয়।
ক্ষণ স্থিতি রহে তার
হ-কার বহিছে যার।
প্রাণ বায়ু স্থিত হ'য়ে
ব্যোমেতে আসিলে,
হ, উ বিলয় হইয়ে
'অং'এতে বসিলে।
উভয়তর শব্দে দেখ 'অং' শব্দই বয় ;
'অং' অর্থে 'আমি',—ইহা সংস্কৃতেই কয়।

'অহং' বলিছে কাহার,
হ-কার বহিছে যাহার।
আমিত্ব রহিছে তায়,—
অহংকার আনায়।

(৩৬)

'হ্' ব্যঞ্জন বর্ণের শেষ বর্ণ কবে,
'অ' বর্ণ সহযোগে উচ্চারিত হবে।
স্বর বর্ণের আদ্যাক্ষর 'অ' বর্ণরে কহে,
চিহ্নহীন বর্ণ এ'টি নিজ সত্তায় রহে।

অ-কার ব্রহ্মের,
হ-কার জীবের।

অ-বর্ণ হেরিলে লুপ্তাকারে
হ-এর মত দেখায় তারে।
ব্রহ্ম হ'তে জীবকে ধরে,
ব্রহ্ম জীবে পৃথক ক'রে।

জীব জগৎ ব্রহ্ম বিহীন নয় ;
সবার মাঝেই 'ব্রহ্ম' সে বা রয়।

তিনি অ-কার, তিনি স-কার,
তিনিই হবেন,—'নিরাকার'।
তিনি আ-কার, তিনি সা-কার,
সৃষ্টি পরে হয়েন স্থূলাকার।

(৩৭)

বর্ণের সহায়তায় শব্দ প্রকাশিত হয়,
প্রণব ধ্বনি শেষ ধ্বনি ইহাই সবে কয়।
ও-কার, ঔ-কার স্বর বর্ণের শেষ বর্ণ হবে,
দীর্ঘস্বর বাদ দিলে 'ও' বর্ণ শেষ বর্ণ কবে ;
চন্দ্র বিন্দু ব্যঞ্জন বর্ণের শেষ বর্ণ কয়,
শেষ বর্ণ দুয়ে মিলে ওঁ-কারাক্ষর হয়।
বর্ণেরে করিলে লয়,
ওঁ-কার চিহ্ন রয়।
'অউম্' জপে দেখিবে সবে
হং-এর আঘাত না রবে।
অধঃ চিন্তায় না ধাইলে মন,
বিষয় বস্তুতে রহে না মগন।
অক্ষরগুলি সবে বিশেষ ভাবে রবে,
বিন্দুতে ইলেক্ চিহ্নে ব্যক্ত সবে হবে।
বিন্দুর ঘূর্ণন গতির 'ইলেক্' চিহ্ন রহে,
পজেটিভ্-নিগেটিভ্ তার দুই গতি বহে।

(৩৮)

শ্বাস তালে দিয়া মন
'অউম্' জপে যে জন,
হ-কার বিলয় হয়ে
ব্যোমেতে রহিবে,
অনিত্য মাঝারে রয়ে
আনন্দে ভাসিবে।

'অ' শব্দ জাগি নাভি হতে
'উ' শব্দ বসাবেক চিতে,
তালুতে 'ম্' শব্দ বিলয় করিবে ;
শির দাঁড়া সোজা ধরি
দেহটারে ভর করি,
সহজ আসনে 'অউম্' জপে রবে।

(৩৯)

পরমাণু অণুর-সার
বিন্দুরূপে ব্যক্ত যার।
অণুর সার বর্ণটি উচ্চারিতে নারে,
বর্ণ সহযোগে উহা কহিবারে পারে।
ব্রহ্মের 'অং',
জীবের 'হং',
দু'য়ে মিলে তারে 'অহং' কহিছে ;
ব্রহ্ম 'অং' জীবে 'অহং' হইছে।
ব্রহ্ম হতে বিচ্যুত রাখি নিজেরে,
হ-কারে রহিয়া গর্বি আপনারে।
আমিত্বের আমি'টারে সবে ধরে,
অনিত্য মাঝারে প্রতিষ্ঠিত করে।
'সং' হইয়া জীব 'ক্লাউন্' সাজিছে,—
যারে করে সার ;—সংসার কহিছে।
শ্বাস-বায়ু হলে স্থির,
ব্যোমেতে হইবে নীড়।

হ-বিলয় তরে
রহিবে অ-কারে।
'অ' উচ্চারণে শ্বাসের নাহি প্রয়োজন,
'হ' উচ্চারণে বাতাস রহে সর্বক্ষণ।
'অ' শব্দে উর্ধ্বগতি রয়,
'হ' শব্দ নিম্নমুখী বয়।

(৪০)

উর্ধ্বের চিন্তায়
নিবৃত্তি আনায়।
অধঃ দিকে রহিলেক মন
বিষয়ে চিন্তা রহিবে তখন।
হ-শব্দ রহিছে তায়
জীবে প্রবৃত্তি আনায়।
'ব্যোম্' কথা হবে যাহা,
ভ্যাকুয়াম্ কবে তাহা।
জ্যোতি রহিছে প্রাণীর কায়,
শ্বাস-বায়ু নিস্তেজ করায়।
উনুনের বহ্নি তাপ সজীব রাখায়,
পাখার বাতাস তারে শীতল করায়।
জ্যোতিতে রহি সদা
অনুভূতি নাহি কদা।
হ-কার বাতাস করিলে মন্থণ,
জ্যোতির তাপ অনুভবে তখন।

ব্যোমেতে যে জনাই রহিছে,—
'সোহং' স্বামী তাঁরে কহিছে।
'হ' বিলয়েই আমি 'অং' কবে,
অহং-এর 'আমি' নাহি রবে।

(৪১)

স-বর্ণ সম্প্রসারণ,
স্থূলেই করে ধারণ।
অখণ্ড বিন্দু সূক্ষ্ম যারে কয়
দ্বি-বিন্দু বিসর্গ স্থূল সে বা হয়।
অণুর-সার বর্ণটি পরমাণু অর্থে হলে,—
অণু পরমাণু সমষ্টি এমনতর বলে।
বিসর্গ দুঃখের,
রহিছে হ্—এর।
অহ্—অঃ হয়ে থাকে ;
'অঃ' দুঃখ কবে যাকে।
অ-ব্রহ্ম বিসর্গ জীবে
দুঃখ অর্থেই হবে।
তাই, "পঞ্চভূতের ফাঁদে,"
বলে, "ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"।
বিন্দু ও বিসর্গ চলিত কথায় রয়,
'বিন্দু বিসর্গ' জানি না এমনতর কয়।
পঞ্চম বর্ণের পঞ্চম বর্গ 'ম্' বর্ণ হবে,
বর্ণটিকে প্রলয় কালে 'পঞ্চানন'কে কবে ;

'ব্রহ্ম' যখন দ্রষ্টা রহেন,—
তখন অ-কারেতে রবেন।
সৃষ্টি ব্রহ্ম করেন যখন,
আ-কারেতেই হবেন তখন।

ব্রহ্ম, ব্রহ্মা হয়েন;
'ব্রহ্মা' সৃষ্টি করেন।
'উ' স্বর বর্ণ হয়,
তারে উপস্থিতি কয়।

বিষ্ণুর অপর নাম 'উপানন্দ' হয়,
স্থিতির দেবতা বিষ্ণু ইহা সবে কয়।

'অ' আদ্য বর্ণ সৃষ্টি অর্থে হয়,
'উ' মধ্য বর্ণ স্থিতি অর্থে কয়।
'ম্' অন্তঃ বর্ণ লয়ের অর্থেই হবে;
'অউম্' শ্রেষ্ঠ শব্দ ইহা সবে কবে।

সৃষ্টি পরে স্থিতি হয়,
স্থিতির পরেই লয়।

লয় কালে মৃত্যু বলে,—মৃত্যু কথা নয়;
ব্রহ্ম হতে আসি জীব ব্রহ্মতেই লয়।

(৪২)

ব্রহ্ম শক্তিহীন নয়,
শক্তি ব্রহ্মরই হয়।
বিসর্গ র-জাত যা কহিছে সবে,
'রজঃ' হতে স্ত্রী এমনতর হবে।

'র' বর্ণ রেফ'র র-ফলা কয়,
মাথায় বসে উগ্র সে বা হয়।
র-ফলা নিম্নে বসে নম্র সে বা রয়,
আঁধার-আলো,-শক্তিরে দুই কয়।
স-জাত বিসর্গ কহে সবে যাকে,
'স্' বিকল্পে বিসর্গ হয়ে থাকে।
এমনি করে 'সঃ' শব্দ স্ত্রী রূপেই ধরে,
ইলেক্‌ট্রোন সম ধরি ব্যক্ত তারে করে।
চন্দ্র বিন্দু 'নাদ' চিহ্ন,—ইহাও সবে বলে ;
নাদ অর্থে শব্দ অর্থ এমনতর ক'লে।
নাদ চিহ্ন বিকল্পে অণুর সারটি হয়,
ইলেক্‌ট্রোনে গতি ফলে অ্যাটমে শব্দ রয়,—

ইহা বিজ্ঞানেতে কয়,
শাস্ত্রে,—'শব্দ-ব্রহ্ম' কয়।

বিজ্ঞান কথা, শাস্ত্র কথা বিভেদ নাহি হয়।

আয়ন কণা,
জ্যোতি'র কণা,

একি কথা হয়,
বিজ্ঞানেতে কয়।

আয়ন কণা ঈথারেতে রয় ;
বাতাসেতে, মানবদেহেও হয়।

'ঈথার' পথে শব্দ যেমন বেতার যন্ত্রে ধরে,
'পিণ্ড' দিলে 'আত্মা' তেমন সত্যি গ্রহণ করে।

(৪৩)

দ্বি বিন্দু বিসর্গ যাহা
শক্তিরূপে ব্যক্ত তাহা।
সৃষ্টি মাঝে দেখিছ সবে শক্তিরই বিকাশ,
'প্রকৃতি' বলিতে পার ;—উহা ব্রহ্মের প্রকাশ।
প্রকৃতি চালিত করে কোন একজন,
তাঁরে কহিছে 'ব্রহ্ম' জানিও সর্বক্ষণ।
প্রকৃতি বলিছে যাহা,
স্ত্রীরূপে কহিছে তাহা !
উগ্র শক্তি যাহা আঁধার রবে,
নম্র শক্তিরে আলোক কহিবে।
আঁধার বলিছে কালোরে,
ধবল বরণ আলোরে।
উমা, গৌরী সবে নম্রের প্রকাশ,
কালী, দুর্গা এঁরা উগ্রের বিকাশ।
মহেশ্বরের স্ত্রীরূপে ব্যক্ত এঁরা সবে,
পুরুষ বিহীন এঁরা কেহ নাহি রবে।

(৪৪)

বিন্দু স্থিতিশীল সবে তারে কবে,
যাহা কিছু আর ;—গতিশীল হবে।
স্থিতি যাহা,
নিত্য তাহা।
গতিশীল সব যাহা,
অনিত্য হইবে তাহা।

'ব্রহ্ম'—নিত্য, স্থিতিশীল, সত্য কহে তারে,
অনিত্য আর সবই ; 'মায়া' বলে যারে।
'অ' কথা 'না' অর্থে চলিত রয়,
'অহং'—এরেই না-হং কয়।
জীব-'হং' শ্বাসেতেই বহে,
ব্রহ্ম-'অং' ব্যোমেতেই রহে।

(৪৫)

বিরহে রহিলে কাতর,
যুগলে সুখের আকর।
কৃষ্ণ রাধিকার বিরহ বেদন
তৃপ্তিকর ;—হলে যুগল মিলন।
পরমাণুর ইলেকট্রোন মিলন ঘটায়
অপর পরমাণুর ;—অণু সৃজন করায়।
ইলেকট্রোন যাহা নিগেটিভ্ হবে,
শক্তিটারে সবে তাই স্ত্রী বলে কবে।
'সঃ' শব্দ স্ত্রীরূপে ব্যক্ত হয়ে থাকে,
পুরুষ কহিছে—'হং' বলে যাকে।
রত্নাকর 'রাম' নাম উচ্চারিতে নারে,
'মরা মরা' হতে 'রাম' জপিবারে পারে।
তেমতি ;—'হংসঃ, হংসঃ' জপ করে,
ঐ জপ হতে পরে 'সঃহং' শব্দ ধরে।
পরিণামে স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন নাহি হবে ;
দু'য়ে মিলন হয়ে সোহং শব্দ কবে।

হ-কার লুপ্ত করায়ে
যে জনাই ব্যোমেতে রয়,
দুয়ে মিলন ঘটায়ে
মনে তার আনন্দ বয়।

(৪৬)

ব্রহ্ম বিন্দু 'এক', দ্বিতীয় তাহার নাই,
অণুস্বার দেবনাগরিতে বিন্দু রূপে পাই।
পুরুষ শক্তি, স্ত্রী শক্তি দুই শক্তি তাঁর,
'একের মধ্যে তিন' ;—ব্যক্ত হবে যাঁহার।
ঊর্ধ নেত্র, ডান নেত্র, বাম নেত্র রহে,
একে দুয়ে তিন হয়ে 'ত্রিনয়ণী' কহে।
বিন্দুর ঘূর্ণন গতি উভয় দিকে রয়,
পজেটিভ্, নিগেটিভ্ দুয়েই গতি হয়।
এমনি করেই চার সংখ্যা হয় ;
'একের মধ্যে চার',—সবে তারে কয়।
একটি বাম, আর একটি ডান,
একটি ঊর্ধ, একটি নিম্ন মান।
দ্বিভূজা, চতুর্ভূজা কয়,
শক্তি,—চৌদিকেতেই রয়।
এমনি করে সবে তারে দশদিক্ কয়,
দশদিকে 'দশভূজা' তাইতে দেবী হয়।

(৪৭)

গুণেতে রহিলে 'ব্রহ্ম' 'স-গুণ' কহিবে,
ঊর্ধে রহিলে গুণের 'নির্গুণ' হইবে।

নির্গুণ ব্রহ্মারে মন ব্যক্ত নাহি করে,
সৃষ্টি রহস্যে উঁহা কেহ নাহি ধরে।
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—তিন গুণ পাই,
কর্ম গুণেরি নাম জানিবে সবাই।
রজঃ গুণ না জাগায়ে কর্ম হবে না কখন,
তেমতি মতি ররে রজঃ গুণ জাগিছে যেমন;
যে চিন্তা 'আমিত্ব' আনে কহে রাজসিক,
জাগতিক যাহা কিছু সবি তামসিক।
মোহ জালে অনিত্যেরে নিত্য রাখি করে
রহিছে জড়ায়ে ;—'আমি' নিত্য নাহি ধরে।
সু-কর্ম ঊর্ধ চিন্তা সত্যরে জাগায়,
হেন কর্ম মানবে 'সাত্ত্বিক' করায়।
কর্মে সংস্কার মানবের,
'ভাগ্য' সকলি কৃত কর্মের।
কর্মভেদে 'বন্ধন' আনায়,
কর্ম করি 'বন্ধন' ঘুচায়।
ভাগ্যে যাহাই লিখন,
তাহা কর্মের ফলন।
কর্মেই 'প্রবৃত্তি' আনায়,
কর্মেই 'নিবৃত্তি' করায়।
নিবৃত্তি রহিবে যেথা',
কর্ম নাহি রবে সেথা।

(৪৮)

"জপাৎ সিদ্ধিঃ",—যোগের কথন,
ইহাতে অন্যথা হবে না কখন।

একই শব্দ সদা উচ্চারণ করিবে,
মন স্থিরে বায়ু স্থির নিশ্চয় হইবে।
কানে শ্রুত হয়ে নিষ্ঠাসহ জপেতে বসিবে,—
'কারণ দেহে' বিরাজি মন আনন্দে রহিবে।
ভাব বুঝি দেখ নাই ;—ভগবান বলিবে কাহাকে ?
দেখ নাই বহু কিছু, তথাপি বিশ্বাস করিছ অনেকে।
মন, আলো, বাতাস, এসকল দেখিতে পাওনা কভু,—
বিশ্বাস করিয়া থাক ;—এ সকল আছে কহিছ তবু।
দিন যায় রাত্রি আসে, সূর্য উঠে অস্ত যায়,—
জন্ম-মৃত্যু এ সবার ব্যতিক্রম নাহিক ঘটায়।
সূর্যের আলোক দেখ চন্দ্রের কিরণ,
শূন্যাকাশে নক্ষত্র মণ্ডল করিছে ঘূর্ণন।
এ সকল চালিত করিছে কেহ জানিবে নিশ্চয়,
'প্রকৃতি' বলিতে পার,—তাঁরেই 'ভগবান' কয়।
মৃত দেহে নাহিক স্পন্দন,
প্রাণ-বায়ু হয়েছে নিঃস্বরণ।
'আমি' কথা নাহি রয়,
সকলি বিকল হয়।
কাহারে কবে ভগবান ?—ভাবিয়া দেখহ এবে,
চালনা করিছে 'আমি',—আমিটাই হবে।

(৪৯)

দেহে 'আমি' নই,
আকাশেতে রই।

আকাশ কহিছে যাহা
বায়ু শূন্য রবে তাহা।
'ব্যোম'ই আকাশ,
'খ' এতে প্রকাশ।
'খ' দূর যার দুঃখ তার হবে,
'খ' নিকট যার সুখ তারি রবে।
প্রাণ-বায়ু স্থির হলে—
সবে তারে 'ব্যোম্' বলে।
ধ্যান, দান, পূজা, পার্বন,
জপ, তপ, মূর্তি দরশন,
যাহা হউক কিছু কর;
সবাই কিছু কিছু ধর।
আসন, বসন, একি দরশন, তারেই ভজন,
নিবিষ্ট করিলে মন,—সুখে রহিবে মগন।
নিষ্ঠা সহ জপ ক'লে ব্যোমেতে আসিবে,
যোগেতেও হইবে উহা, সকলে জানিবে।
পূজা হ'তে জপ বড় জানিও সকলে,
ধ্যান সবার উর্ধে;—সবে ইহা বলে।

(৫০)

পুরুষ, প্রকৃতি পৃথক না কবে,
একে অন্য হ'তে ভিন্ন নাহি রবে!
'ব্রহ্ম' শক্তি বিনে নয়,
শক্তি ব্রহ্মরই রয়।

প্রকৃতি শক্তি রূপে কয়,
স্ত্রীভাবে ব্যক্ত করা হয়।
পজেটিভ্, নিগেটিভ্ দু'ই সদা হয়,
মানবের অন্তরে প্রকাশিত রয়।
নিগেটিভ্ প্রকৃতি হ'লে,
পুরুষে পজেটিভ্ বলে।
ঘড়ির কাঁটার গতি যে ধারেতে বয়
বৃত্ত গতি বলে তাই, নিগেটিভ্ কয়।
বিপরীত ঘূর্ণন গতি রহিলে বৃত্তের
পজেটিভ্ বৃত্ত ;—সবাই কহিছে তাদের।
তড়িৎ শক্তিতে,—এই দু'য়ে মিলন ঘটায়,
বিন্দু সম 'জ্যোতি'টাকে ব্যক্ত হেন করায়।

(৫১)

মালা জপ হ'তে বড়
সদা হাতে জপিছে যে জন,
উহার হইতে বড়
সদা মনে জপে সর্বক্ষণ।
তুলসী, ফুল, বেলপাতা এসব পূজার উপাচার,
বাহির পূজায় রহে প্রয়োজন।
অন্তরের পূজায় নাহিকো কোন আচার বিচার,
উহায় রবে না কোন আয়োজন।
বাহিরের পূজা করে
অন্তরেরি পূজা তরে।

তারি পূজা ভগবান করিছে গ্রহণ,
স্থির বসি যে জনাই করিছে স্মরণ।
ঘণ্টা বাজিবে না তারি হাতেতে,
মন রবে না ফুল নৈবেদ্যতে,
তাহারি পূজা সফল হইবে ;
পূজারী পূজক একত্ব কবে।
মনের অবস্থা ভেদে সবি তার রবে,
এটা বড় সেটা বড় কভু না ভাবিবে।
পুরুষকারে সদা ভর করি কিছু করা চাই,
যখন যাহা প্রয়োজন মন বলে দিবে তাই ;

(৫২)

আকরিক লৌহ,
ইস্‌পাত লৌহ,
বিভিন্ন গুণেতে লৌহ যদি রবে,
উহা নানা নামে অভিহিত হবে।
জল,—আকরিক লৌহে মরিচা ধরায়,
ইস্‌পাত লৌহের কিছু না করায়।
মরিচা ধরিলে লৌহে
ব্যবহার নাহি রহে।
মাজিয়া ঘসিয়া তায়
উহা কাজেতে লাগায়।
কর্মের প্রকার ভেদে মনেতে প্রবৃত্তি জাগায়,
প্রবৃত্তির বশেই মনেতে সংস্কার আনায়।

লৌহের মরিচা সবে কহিছে যেমন,—
সংস্কার বদ্ধ মন জীবাত্মা তেমন।
কর্মে সংস্কার করিলে লয় ;
সবে তারেই 'শুদ্ধ মন' কয়।

'শুদ্ধ মন' যাহা
'আত্মা' কহে তাহা।

উঁহারে 'পরমাত্মা' কহিছে সবে,
আত্মার শ্রেণীভাগ কভু না রবে।

যখনই ঘটিবে যাহা,
'শুদ্ধ মন' জানিবে তাহা।

সুজন ভবিষ্যৎ বাণী করে না কখন,
ঘটিবে যাহা জ্ঞাত তাহা কহিছে তেমন।
মনেতে 'মরিচা' সম সংস্কার রহিছে,
পুনঃ পুনঃ দেহ ধরি জগতে আসিছে।

সংস্কার করিয়ে লয়,
দেহের হইছে বিলয়।

শুদ্ধ নির্মল আত্মা দেহ নাহি ধরে,
অসীমের সাথে মিশি একত্ব করে।
চলার পথেতে পথিক যেমন,—

তেমনি মানবের জীবন
জগতে রবে না সর্বক্ষণ।

দেহ ধরে ভূতলে যাওয়া-আসা বারবার
যতকাল দৈহিক ভোগ রহিবে তাহার।

'আত্মা' ইচ্ছা হতে উদ্ভূত বাসনার পরশে
জাগায় মোহ ;—মায়ারে বাঁধে মনের হরষে।
অশুদ্ধ আবরণে ঢাকিয়া মনটায়
দেহ ধরি —ভোগ তরে ভূতলে আনায়।
কিছুকাল ভোগ তরে স্থূল দেহে রহিয়া মগন,
'হংস' দেহ ত্যজি ;—সূক্ষ্ম দেহেতে করে বিচরণ।
সূক্ষ্ম দেহে রহি সেথা থাকে ক্ষণকাল,
পুনঃ স্থূল দেহ ধরে রবে কিছুকাল।
বার বার স্থূল দেহ করিছে ধারণ ;
ভোগ সম প্রবৃত্তির করিয়ে বারণ।
শুদ্ধ মন রূপ আত্মা বিশালে মিলায়,
পরিক্রমা শেষে নিজেরে মুক্ত করায়।
পূর্ণ আবর্তন শেষ করে তায়,
আবার মায়ারে করিছে আশ্রয় ;
ধরাধামে আসিছে আবার,
সৃষ্টির বিরাম নাহি আর।

ভূতলে আসিছে যতবার
পিতা মাতা ছিল ততবার।

পিতা হবে কে ? কেবা হবে মাতা ?—কহিবে কোন জন ;
পরম পিতা, পরমা মাতা কেবল রহিবে দু'জনা।
পরম পিতা যাহা পরমপুরুষ উহা,
তাঁরেই ব্রহ্ম, ভগবান কহিছে সবে ;
পরমা মাতা যাহা পরমা প্রকৃতি তাহা,—
আদ্যাশক্তি মহামায়া অভিহিত হবে।

মায়েরে কহিছে 'মায়া'
শক্তিরূপা জননী সবার,
কহিছে কেহবা জায়া
আরাধনা করিছে তাঁহার।
আকর্ষণ রহিছে যাহায়
'মায়া' নামে কথিত ধরায়।
কাহারে কহিছ কন্যা, পুত্র বলিছ কোন জনারে ?
কাহাকে বলিছ ভার্যা, ভাব এবে বিচারি মনেরে।
জনক জননীরে প্রত্যক্ষ সেবিছে যেজন,
সাধনার পথ—তার রবে মুক্ত সর্বক্ষণ।

(৫৪)

আঁধার সে'ত মৃতের প্রায়,
রাত্রিকালে ঘুমন্ত ধরায়।
'নেত্র' আলোক বিহনে হেরে না কখন,
আঁধার সবার হরে সজীব জীবন।
আলো জাগায় প্রাণে আনন্দ শতধায়,
রাত্রি অবসানে রাখি কর্ম ব্যস্ততায়।
প্রদীপের নীচে আঁধার রহিছে,
তাহে সমাদর আলোর হইছে।
আলো ও আঁধারের খেলা,
এ দুয়ে বিচিত্রের লীলা।
দর্পণে হেরিলে যেমন
ভাবে কোন সে আমি জন ?

তেমতি মায়ার নয়ন
করি পরকে আপন জন,—

নিত্যরে সদা অনিত্য দেখে,
অনিত্যেরে নিত্য করি রাখে।

'মায়া-নয়ন' দর্পণের প্রায়,
'মায়া' হরে না, রাখি সত্যতায়।
জ্ঞানের আলোক উদিছে যাহার
নিত্য সত্য আত্মা জাগিছে তাহার।

এ নয়ন জ্ঞানের নয়ন,
মায়া তাহে রবে না কখন।

যাহা কিছু দেখ জগৎ মাঝার,
মুদিলে নয়ন সকলি আঁধার।

মেলিয়া নয়ন দেখিবে যাহা,
নয়ন মুদিয়া হেরিছ তাহা।

বাহিরে দৃষ্টি রহিছে যেমন,
অন্তরে দৃষ্টি রহিবে তেমন।

আত্মার দ্বার খুলিছে যাহার,—
অন্তরে দৃষ্টি জাগিছে তাহার।

'মন' সতত সত্যরে খুঁজিয়া বেড়ায়,
এটা চায় ওটা চায় সান্ত্বনা না পায়।
নিজেরে হারায়ে সে দিশে হারা রয়,
নিজেরে জানিয়ে পরে শান্ত সে'বা হয়।
হারান মাণিক খুঁজিয়ে আপনায়
মন শেষে আপনারে তৃপ্ত করায়।

আলো যেথায় রয়,
আনন্দ সেথায় বয়।
আঁধার যখন আসে,
দুঃখ সেথায় ভাসে।
আলো আঁধার দুই জগৎ জুড়ে রয়;
সুখ দুঃখ তেমনি আসে,—অন্য কিছু নয়।
আকাশ জুড়ে মেঘ রলে
সূর্য ঢাকা রয়;
তখন সবে নাহি বলে
সূর্য সেথা নয়।
সরে গেলে মেঘটি যখন
আছে সূর্য সবে কয়;
মন শুদ্ধ হলেই তেমন
'আমি'ই প্রকাশ হয়।
শুদ্ধ মনই শুদ্ধ আত্মা, ইহা জেনো সবে;
শুদ্ধ আত্মা কবে যাকে উহাই 'আমি' হবে।
শুভ্র যাহা জ্ঞান কহে, উর্ধ দিকে মতি রবে,—
আঁধার কালো অজ্ঞানতা অধঃগতি কবে।
আঁধারের কহে 'মায়া,—উহা 'মিথ্যা' নামেও ধরে;
অনিত্যরে নিত্য ভেবে স্থূলটারে প্রতিষ্ঠিত করে।
নিত্য ব্রহ্ম আত্মা কবে,—'আমি' হবে যাহা,
স্থিতিশীল সত্যরূপে ব্যক্ত রহে তাহা।
জাগতিক গতিশীল স্থূল সব যাহা;
মিথ্যারূপে ব্যক্ত হয়ে 'মায়া' কহে তাহা।

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা', শাস্ত্রে ইহা কয়,
দেখবে সবে ভেবে মনে মিথ্যা কথা নয়।

(৫৬)

যে ভালবাসায়
আকাঙ্খা বাড়ায়
তৃপ্ত নাহি রয়,
সে ভালবাসায়
দুঃখই আনায়
আনন্দ না হয়।
স্ত্রী পুরুষ রহিবে পৃথক যেমন,
সূক্ষ্ম ভাবে অন্তরেও রহিছে তেমন।
স্থূল মিলে আনন্দ, নিত্য নাহি কবে,
সূক্ষ্ম মিলনে উহা নিত্যই হইবে।

(৫৭)

জন্মিলে মরিতেই হবে,
মৃত্যুতে শোক কেন তবে ?
জরা, ব্যাধি এ সকল দেহেতেই রবে,
প্রকৃতির বিধি ইহা, আসিতেই হবে।
দেহ খাঁচা বোধ রহিছে সবায়,
মমত্ব জাগায়ে দুঃখ আনায়।
রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়ে খাঁচা ক্ষয়িছে যেমন,
চিরকাল দেহটাও রবে না তেমন।

সংসারে মতি জীব, সংসারে আসিছে,
সংসারে বাসনা তার মনেতে রহিছে।
যে জনাই শ্মশানে করিবে গমন,
দেহের পরিণতি হেরিবে তখন।
হাসপাতাল যদি কর দরশন,
রোগ, জরা, ব্যাধি হেরিবে সর্বক্ষণ।
দেহের পরিণতি ইহে অনুভবে যখন,
শ্বাসেতে মতি রাখি, 'আমি' কে চিনিবে তখন।
সুখ দুঃখ এসব বাসনাতে আনায়,
জাগিছে মনেতে ইহা ভোগের লালসায়।

(৫৮)

মন মমত্ব জাগায়ে রবে যতক্ষণ,
শোক, ব্যাধি, ভয়, ত্রাসে রবে সর্বক্ষণ।
রহিলে বাসনায়
প্রবৃত্তিই আনায়।
বাসনারে করিলে লয়
শুদ্ধ মনে সে জন রয়।
শুদ্ধ মন স্থিত অবস্থায়
এ সকলে কভু না টলায়।
যে রেতঃ বাহিরিলে ক্ষণিকের আনন্দ জাগায়,
উহারে করিলে ধারণ নিত্য আনন্দে রাখায়।
ব্রহ্মচারী হইয়া সেজন
সমভাবে করে বিচরণ।

পিতামহ ভীষ্ম দৃষ্টান্ত উহার,
শিখণ্ডি পূর্বজন্মে রয়েছিল নারী
অস্ত্র ধরিল না সম্মুখে তাহার,.
হেন দৃষ্টান্ত আর কভু নাহি হেরি।
বাসনায় রলে মন ব্যাধি গ্রস্থ মানব হইছে তখন,
রোগী ঔষধ করে না গ্রহণ, জোর করি করায় সেবন।
হেন মন, জপ তপে বসিতে না চায়,
পার্থিব ভোগেতে তার মন সদা ধায়।
জোর করি
মনে ধরি
জপ, তপ, ধ্যানেতে বসিবে,
পরে ইহা অভ্যাসে আসিবে ;
বাসনা ব্যাধি মুক্ত করিয়ে তায়
পরিশেষে মনে নিবৃত্তি আনায়।

(৫৯)

একি চিন্তায় রহিলে মগন
নিজ স্মিতিরে জাগায় তখন।
স্মৃতিতে মন স্থিত হলে,
মন বিক্ষিপ্ত না রলে।
মন হ'তে বুদ্ধিই বড়,
বিবেক বুদ্ধির উপর।
বিক্ষিপ্ত মনের অবস্থায়
স্মৃতি, বুদ্ধি সকলি তলায়।

মমত্ব জাগায়ে মোহ গ্রস্থ রলে,
সকলি রহিবে বিস্মিতির তলে।
ইহ জনমের বহু কিছু স্মৃতিতে জাগে না যার,
বিগত জীবনের ঘটনা কেমনে জাগিবে তার ?
বহু কিছু ঘটিয়াছে ইহ জীবনে
মনে নাই, সহসা জাগিছে মনে।

ভাব এবে মনে, স্মৃতিতে সুপ্ত রহিছে আপনায়
গত জীবনের, ইহ জীবনের,—জাগে না চিন্তায়।
ঘুমায়ে যত্তপি যেবা রয়,
বাহ্যিক কর্ম্ম রবে না যখন,
স্মৃতি তাহার জাগ্রত হয়,
স্বপন মিথ্যা হবে না তখন।
কর্ম ভেদে মনের শ্রেণী ভাগ রবে,
বুদ্ধি, বিবেক, স্মৃতি এ সকল কবে।

(৬০)

শোক আর ব্যাধি
নাহিকো অবধি।
আপনার প্রিয়জন
গ্রাসিলে শমন
মনেতে 'ভ্যাকুয়াম্' আনায়,
ক্ষণ স্থিতি মনেতে ধরায়।
রোগ আসিলে নিজের দেহেতে
মন তার নিজ পানে রবে

রবে সদা আপনার মনেতে
পর কথা চিন্তা নাহি হবে।
শোক তরে বহিবে যখন
আন মনে রহিছ তখন।
বাহ্যজ্ঞান হারা হয়ে রবে আপনায়,
প্রাণায়ামে রহি ব্যক্ত কিছু নাহি তায়।
শোক, ব্যাধি এসকল বৃথা হবে না কখন
বাসনায় রহি, জ্ঞান তরে আসিছে যখন।

(৬১)

সমুদ্রের পারেতে আসি,
উত্তাল তরঙ্গ পরখ করি
নিজেরে ভাবি পরবাসী,
জীবন সংগ্রামে নাহি ডরি।
জীবন এক বিন্দু বারি সম, বুদ্‌বুদ্ প্রায়
বিন্দু বিন্দু বারি রাশি গড়ছে সগরের কায়?
জগতের সব কিছু ক্ষুদ্র বিচিত্রতায়
একত্র হইয়ে বিরাটেরে পূর্ণ করায়।
উত্থান, পতন
রবে সর্বক্ষণ।
শোক, দুঃখ, জরা, ব্যাধি
ইহার নাহিকো অবধি।
একে অন্যের সদা রহিছে বিপরীত,
আকর্ষণ, বিকর্ষণ দু'য়ে পরিচিত।

জোয়ার ভাটায় না রহিবে যখন
নদী,—সমুদ্রে যোগ রবে না কখন।
'মরা গাঙ্গ' কহিছে অবনীতে,
হেন মানব মৃত ধরণীতে।
সংগ্রাম রহিছে তায় বলিছে জীবন,
সংগ্রাম বিনে জীবন হবে না কখন।
উত্তাল তরঙ্গ মাঝে 'তরি' যদি থাকে,
মাঝি দেখ স্থির হয়ে হাল ধরে রাখে।

দাঁড় নাহি মাঝি বায়,
রহে শান্তি প্রতিক্ষায়।

জোয়ার আসিলে তরিটি ভাসায়
চুপ করি থাকে প্রতিকূল ভাটায়।
শোক দুঃখ, মানুষের তুফান যেমন
অচঞ্চল মনেতে রহি রহিবে তেমন।

সুখ, দুঃখ নিত্য কিছু নাই,
চক্রাকারে ঘুরিছে সদাই।

'আমি'কে লক্ষ্যে ধরি 'আমি'টাতে স্থিত রলে,
জীবন সংগ্রামে মন কভু নাহি টলে।

ঘড়ির দোলক সদা দুলিছে যেমন
টিক্‌টিক্ বিরতির না করি কখন।

তেমনি মনেতে রবে জোয়ার ভাটায়,
লক্ষ্যস্থিরে নিত্য রবে আনন্দ মাঝার।
ভাগ্যে রহিছে যাহা
ঘটিতে দাও তাহা।

আলস্য জীবন কভু করো না নির্ভর,
পুরুষে জাগ্রত রাখি হও অগ্রসর।
ভাগ্য, ভাগ্য করে যারা
অলস অবোধ তারা।
আলস্য জীবন রহিবে মৃতের,
'পুরুষকার'—সজীব মানবের।

(৬২)

ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু বাড়িছে সদাই,
কৈশোরেরে পার করি যৌবনে পৌঁছাই।
যৌবনের উন্মাদনায় প্রকৃতির সবটাকে
বাঁধিয়া আনি, ভোগ তারে করিবারে চায়।
হিতাহিত জ্ঞান নাহি রয়, সবেতেই থাকে—
ভোগের লালসায় তার সদা মতি ধায়।
হেন যৌবনেরে পশ্চাতে ফেলিয়ে
মানব যখন বার্ধক্যে পৌঁছায়,
সৌন্দর্য্যে তাহারে প্রকাশ করায়ে
সৌরভে তাহায় কুসুমের প্রায়।
সময়ে দেহের হইছে পরিবর্তন,
'আমি' রহে ঠিক, পাল্‌টায় না কখন।
বার্ধক্য দেহে কভু যৌবন না আসে,
নির্মল শুদ্ধ 'আমি' রহে সদা পাশে।
বার্ধক্যে যৌবনের ভোগ নাহি রবে,
দেখ ভাবি ভোগ যা, দেহ দিয়ে হবে।

'আমি' আত্মা কখনও ভোগ নাহি করে,
দ্রষ্টা রূপে রহে সদা ব্যপ্ত চরাচরে।
দেহ বিবর্তন র'বে যাহা সর্বক্ষণ,
বিবর্তনে মৃত্যুরূপে ভেবোনা কখন।

বার্ধক্যেরি লয় হলে
কেন তবে মৃত্যু বলে ?

আমারি দেহের নানা বিবর্তন
দ্রষ্টারূপে দেখিয়াছি ভবে,
শেষ অবস্থায় আসিবে যখন
মৃত্যু ভয়ে ভীত কেন রবে।

(৬৩)

যৌবনে আসিয়া দেখ চিত্র শৈশবের,
পাবে না ফিরিয়া কভু শৈশব দেহের।
বার্ধক্যে পাওনা ফিরে যৌবনের দেহ,—
চিন্তায় যাইতে পার, দেহে নয় কেহ।
বার্ধক্যে প্রত্যক্ষ কর নিজ মৃত্যু শৈশব, যৌবনের ;—
তেমনি,—বার্ধক্যের হইবে মৃত্যু শেষ পরিণামের।
নিজ 'মৃত্যু' জীবদ্দশায়
প্রত্যক্ষ করিছ সবায়।
শেষ মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে,
মৃত্যু ভয়ে ভীত কেন রবে।
'আমি' রহে দেহটারে করি আলোময়,
কর্ম শেষে ফেলি যাবে সবার আশ্রয়।

'আমি' রহিছে যখন সদা সর্বক্ষণ,
দেহ খাঁচা বোধে কেন থাকয়ে মগন।
'আমি'কে চিনিতে শেখ ভয় যাবে চলে,
সবাতেই 'আমি' আছে, আমি' নাহি টলে।

(৬৪)

অ্যাটম্ নিয়ে খেলা ঘরে
অণুর দেহ তৈরি করে।
'সং' সাজিয়ে সংসারেতে রয়ে
অভিনয় করে কতই সেজে গেলাম,
রঙ্গ মঞ্চে উজির, ফকির হ'য়ে
সুখ দুঃখ অনেক কিছুই পেলাম।
রং মাখায়ে পোষাক পরে
অভিনয় যে জনাই করে,
প্রশংসা ও হাততালি অনেক কিছুই হয়,
মঞ্চ শেষে যেমন ছিল তেমন তরই রয়।
আমার আমি চিনবে যে দিন,
দেখবে মনে
সবার সনে,
মঞ্চে খেলা খেলছ প্রতিদিন।
হংস-দেহ পোষাক ছেড়ে
দেখবে সবে মনটি নেড়ে,
আমার 'আমি' আসল,
আর সকলি নকল।

'আমি' যেমন আছি তেমনি থাকি,
সদাই নাট্যালয়ে নাট্য করি
'হংস' দেহের পোষাক পরি,
আমায় 'আমি' দেই না কভু ফাঁকি।
অভিনয় করল যে জন,
চিনলি নারে তারে কখন।
মালা পরায় শবের গলে
মঞ্চ ছেড়ে 'আমি' গেলে চলে।
রঙ্গ মঞ্চের পোষাকেরে
কেইবা আসল ধরে,
অভিনয় যে ভাল করে
তারি গলে মাল্য বরে।
সংসারেরই রঙ্গালয়ে
শবটা মোর পোষাক ছিল,
আমায় সবাই ভুলে গিয়ে
পোষাকটারেই মাল্য দিল।
অভিনয় আমার হয়নি বোধ হয় ভাল,
তাইতে সবে আমার গলে মাল্য নাহি দিল।
মাল্য আমি নাইবা পেলাম
পোষাক ধন্য হল।
অভিনয় ত করে গেলাম,
আমার 'আমি' রল।

(৬৫)

সারথী কৃষ্ণরে নাহি কবে ভগবান,
কৃষ্ণ কহিছে 'আমি' উহাই শক্তিমান্।

'শুদ্ধ আত্মা' সংস্কারে কিঞ্চিৎ রহি
দেহ ধরি আসিছে ধরায় ;
অবতার নামেতে সবে তাঁরে কহি,
ভগবান কহিবে না তায় ।

ব্রহ্ম ভগবান যে জনায় কয়,
স্থূল দেহ ধরি কেমনে সে রয় ?
ব্রহ্মজ্ঞ 'আমি' যে জন জ্ঞাত হয়,
শ্রদ্ধা ভরে তাঁরে ভগবান কয় ।
দেহ ভর করি রবে যতক্ষণ,
সংস্কার বিমুক্তই প্রায়,
রিপু তার বশেতে রাখায় ।

রাগ, খিদে, মল সবি রবে তায়,
যতদিন 'আত্মা' রবে দেহটায় ।
উঁচু তলায় যে-জনাই রহিবে,
নীচু হ'তে তায় কেমনে বুঝিবে ।

মহাপুরুষেরে বিচার না ক'বে,
বিষয়ীর মনে ভুল তাঁহে হবে ।
আয়ত্তে আনি সাধ্য সাধনায়,
মহাপুরুষেরে চিনিতে পায় ।
দেহটায় রয়,
দেহবোধ হয় ।

সারথি কৃষ্ণ ভীষ্মরে বধিবারে ধায়,
সীতা হারায়ে শ্রীরাম কাঁদিয়ে ভাসায় ?

(৬৬)

দেহটাকে আপন ভেবে
দৈহিক ভোগে মত্ত সবে।
'মলটি' যখন দেহে রবে
তোমার দেহই শুদ্ধ ক'বে।
মলটি এসে বাহির হ'লে
গন্ধ সবার লাগবে নাকে ;
ধরলে হাতে অশুচি বলে
ধুয়ে সবে শুদ্ধ করে তাকে।
প্রাণ বায়ুটা সরে গেলে
তারি দেহ অশুচি বলে,
তার দেহটাই পুড়িয়ে দেয়,
ধরলে হাতে স্নান করে নেয়।
'মর' দেহ মলের মতন,
'আমি' টারে ধররে এখন।
বিষ্ঠার মতন দেহটারে,
ভাবিস সবে এমন করে।
'আমি' দেহই শুদ্ধ রয়,
'মর' দেহ অশুদ্ধ কয়।
'আমি' বিনে দেহ রবে,
'মর' দেহ তারে কবে।

(৬৭)

হিন্দু দেব-দেবী শক্তিহীন নয়,
হাতে ধনুর্বাণ ধরে 'রাম'
সুদর্শন চক্রধারী শ্যাম,

'অসি' হাতে রহে শ্যামার,
দশ প্রহরণ দুর্গার।
ত্রিশূল শিবের, ক্লীব কেহ না হয়।
শ্যাম যেই
শ্যামা সেই।
শ্যাম, শ্যামা কহিছে সবাই,
বৈষ্ণব শাক্তে বিভেদ নাই।
বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, জ্ঞান আর ভক্তি ;
এই চারিতেই রহিবে শক্তি।
শক্তিরেই করিলে ধারণ
'শক্তি-ব্রহ্মে' রবে সর্বক্ষণ।
শক্তি বিহনে শক্তি ধরিবে কেমনে,
শক্তিমান ধরিছে ব্রহ্ম শক্তিমানে।
বিশ্বাস যেমন ভক্তি তেমন,—তেমনি ভগবান,
অন্ধ বিশ্বাসে রলে—মিলায় অন্ধ ভগবান।
বিশ্বাস যাহার নাম শ্রদ্ধা তারে কহি,
তারেই ভক্তি বলি, জ্ঞানেতে সদা রহি।
'জ্ঞান মন্তং ব্রহ্ম' সবে যারে কয়,
কর্মে আসিবে জ্ঞান, অন্যথা না হয়।
জ্ঞানের হইলে উদয়,
বিশ্বাস তাহারই হয়।
'আমি' টাকে জানা হলে 'জ্ঞান' তারই হয়,
অন্য সব জ্ঞাত হলে 'অ-জ্ঞান' তারে কয়।
সত্য যাহা,
জ্ঞান তাহা,

সর্ব বিদ্যা কহিছে তাহারে ;
'অ-জ্ঞান' বলিছে অ-বিদ্যারে।
অনিত্যরে নিত্যভেবে অবিদ্যায় রহিবে,
নিত্য-ব্রহ্মে স্থিত জ্ঞানে বিদ্বান কহিবে।
জ্ঞানেতে রহে না যে বা অ-জ্ঞানেতে রবে,
চেতনা রবে না তার 'অচেতন' কবে।

(৬৮)

'ব্রহ্ম',—রহিছে মৌন,
শক্তির বিকাশ না রবে।
অব্যক্ত ! তবু মুখ্য,
উঁহারে নির্বিকল্প কবে।
পূর্ণ শক্তি ধরিয়া অন্তরে
সেই শক্তিরে প্রকাশ না করে।
বাক্য ব্যয়ে শক্তি ক্ষয় হয়,
তাহে মৌন যোগীগণ রয়।
নিজ শক্তিরে 'ব্রহ্ম' করিছে বিকাশ,
স-গুণ ব্রহ্ম নামে সৃষ্টিতে প্রকাশ।
প্রকাশিত শক্তিরে 'আদ্যাশক্তি' কবে,
'মহামায়া' নামেও ব্যক্ত করে সবে।
গুণের বিকাশে সৃষ্টি স্থূল হয়,
জড়াইয়ে 'মায়া' দেহ তাহে রয়।
আদ্যাশক্তিরে সবে কহে মাহামায়া,
'মহামায়া' করি কৃপা সৃজিছে কায়া।

তাঁহারি কৃপা বিহনে মুক্তি নাহি পায়,
মুক্তি কামনায় সদা আরাধিছে তায়।
'স-বিকল্প' সমাধিতে ব্যক্ত যাহা হয়,
'নির্গুণ-ব্রহ্ম' ভাবে 'মন' নাহি রয়।
'নির্বিকল্প' সমাধিতে মন কবে যাকে,
'মন' তথা 'ব্রহ্ম' সাথে লীন হয়ে থাকে।
মানবের হৃদয়েই স্থিতি ভাব রয়,
ইষ্ট দেবতারে সেথা বসাতেই হয়।
দুই নেত্র পরে ঊর্ধ নেত্র ধরে ;
ভ্রূ-যুগল মাঝে দৃষ্টি স্থিত করে।

ধ্যান, জপ এ সকলে নানা পথ রবে,
যে জন যে পথে যায় তারি তাহে হবে।

শির দাঁড়া সোজা যখনি যার রয়,
'কুল কুণ্ডলিনী' জাগ্রত তারি হয়।

বায়ু স্থিরে 'প্রাণায়াম' হবে,
সবে তারে 'কুম্ভক' কহিবে।

নানা রোগে যেমন পথ্য, ঔষধ নানাবিধ রবে,
মনের অবস্থা ভেদে 'বীজমন্ত্র' প্রভেদ হইবে।
'বীজ মন্ত্র' এসকল বৃথা কভু নয়,
শ্বাস স্থির করিবারে জপিতেই হয়।

দেহ বিকারে ঔষধ যেমন,
মন বিকারে মন্ত্রও তেমন।

বৃত্তরেই চারিভাগ করে
ব্রহ্ম জীবে বুঝিবারে পারে।
জ্যোতিবিন্দু,—সবে ব্রহ্ম তাঁরেই কয়,
প্যজেটিভ্, নিগেটিভ্ দুই গতি রয়।
একে অন্যের বিপরীত গতি ফলে,
ঐ বিন্দুর স্ফুরণ বিন্দুতেই রলে।
এক বিন্দু 'ব্রহ্ম' হলে,
দ্বি বিন্দুরে শক্তি বলে।
শক্তি কথা 'শ' বর্ণরে কয়,
একে তিনে মিলে শ'ই হয়।
বিন্দুর প্যজেটিভ্ গতি ঊর্ধ্বদিকে হলে,
গণিতেতে সবে তারে 'এক' সংখ্যা বলে।
বিন্দুর নিগেটিভ্ গতি যদি রয়,
তাহারে সবে 'তিন' সংখ্যা কয়।
একে তিনে যুক্ত ধরে
'শ' বর্ণ প্রকাশ করে।
বিন্দু বৃত্তাকারে
বুঝিবারে পারে।
বৃত্তের সম্প্রসারণ হলে
'স' বর্ণই প্রকাশ করিলে।
'স' সম্প্রসারণ হইবে যাহা,
'শ' শক্তি ধরিয়ে হইছে তাহা।
ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত পুরুষ-প্রকৃতি উভয়তর শক্তি বয়,
দুই শক্তি মিলে দৃশ্যমান জীব-জগৎ সবি প্রকাশ হয়।

৭০

তুই শক্তি যাহা রয়,
আত্মাশক্তি নামে কয়।
যুক্তি তর্ক যাহা কিছু,
'ব্রহ্ম' বিষয় না কিছু।

'ব্রহ্ম' নামে কবে যাহা অব্যক্ত তাহা রয়,
জপ, তপ অভ্যাসে উহা উপলব্ধি হয়।

(৭০)

সমুদ্রের ঢেউ উঁচু নীচু রহিছে যেমন,
মনে উঁচুভাব নীচুভাব হইছে তেমন।
রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা সবে নীচু ভাব কবে,
দয়া, প্রেম এ সকল উঁচু ভাবে হবে।
বাতাস না বহিলে ঢেউ নাহি রবে,
বিশাল সমুদ্রেরে শান্ত তাহে কবে।
রহি গভীরতায়,—'প্রশান্ত' সাগর কায়,
ঢেউ না রবে কদা বাতাস বহিলে তায়।
শ্বাস বায়ু বহে তাই মনে ঢেউ রয়,
শ্বাস বায়ু স্থির হলে মন স্থির হয়।
শান্ত মনেতে কভু প্রবৃত্তি না জাগায়,
অশান্ত মনেতে সদা প্রবৃত্তি আনায়।
যে যোগী মন,—'ব্রহ্ম' পদে সদা মতি রয়,
তারি মন গভীরতায়,—ইহা সবে কয়।
শ্বাস বায়ু এলোমেলো বহিবে না তায়,
গভীর মনেতে তাহে ঢেউ না করায়।

ভোগ তরে দেহ ধরে,
দেহটায় ভোগ করে।

ভোগ তরে পেশা রবে,
পেশাটাও নেশা কবে।

'পেশা' অনিত্য হবে।
নিত্য,—'নেশা'রে কবে।
কভু তৃপ্তি না রবে পেশায়,
হবে তাহা রহিলে নেশায়।

সংসারেরে বিষময় কবে,
'আশা'তে যারি মন রবে।

'ব্রহ্ম' পদে মতি যার রয়,
সংসার—লীলাভূমি কয়।

মুস্কিল তাহারি হয়
আশাতে যে জন রয়।
মুস্কিলেরে করে আসান,
কহে তারে 'মুস্কিলাসান'।

'মন'টারে জ্ঞানী কয়,
জ্ঞানী মনে সবি রয়।
মনেতে না রহিলে তায়,
প্রকাশিবে কেমনে তাহায়।

সবি রবে মনটায়,
তাহে জাগে চিন্তায়।

নেশা পেশা দু'য়ে রবে,
নেশা পেশা ভিন্ন কবে।
তেলে জলে মিশে রবে
সুখ দুঃখ নাহি হবে!

সংসারেরে বৃথা নাহি কবে,
'নিবৃত্তি-ক্ষেত্র', ভোগ হ'তে হবে।
যুদ্ধেতে সৈনিক মন জয় তরে রহিছে যেমন,
নিবৃত্তি করায়ে মন সংসারে রহিবে তেমন।

(৭২)

মানব সকল
সকলি পাগল।

খিদে নাই খেতে চায়
লোভেরই তাড়নায়।

প্রয়োজন নাহি রয়
বিত্তশালী তবু হয়।

ঘরের কোণায়
আলো নিভে যায়,—
খাটেতে ঘুমায়।
বৃহৎ প্রাসাদ রয়,
ঘরে ঘরে আলো রয়
কিসের নেশায়?

ভোগে লালসা বাড়ায়,
তৃপ্তি আসে না উহায়।

জানিয়ে তবু 'লোভ' না ছাড়ায়,
রহে সদা অতৃপ্ত বাসনায়।
গৃহী সবে যোগীরে কহিছে পাগল ;
কথা শুনি যোগীবর হাসিছে কেবল।
মনের বিকারে রলে,—
পাগল তাহারে বলে।
বিকারে গৃহীর মন
রহে সদা সর্বক্ষণ।
যোগী মনেতে কভু রহে না বিকার,
গৃহী মন নাহি হেরে দোষ আপনার।
দেহের বিকারে মনের বিকারে,
গৃহী দুখী হয় ;—
স্থিত যোগী-চিত্ত না রহি বিকারে,
নিত্য সুখে রয়।

(৭৩)

পেটের খিদে
মনের খিদে
খিদে দুই'ই রয়,
খিদেরে 'চিন্তা' কয়।
মন প্রকাশে চিন্তায়
তেমনি কর্ম করায়।
'লোভ' রহে মনটায়,
তাহে 'লোভ' চিন্তায়।

বাসনা রহিছে মনে,
তাহে 'লোভ' সদা সনে।
মন রহিছে যেমন,
চিন্তা রহিবে তেমন।
চিন্তা যেমনি রয়,
'সিদ্ধি' তেমনি হয়।
'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু,' ইহা সবে কয়,
লোভটারে দেখ'হ এবে আসলেতে রয়।
'লোভ' না করিলে জয়,
মনে নিবৃত্তি না হয়।
সুষম খাদ্যে দেহ পুষ্ট রয়,
জপ, তপ, ধ্যানে মন পুষ্ট হয়।
খাদ্য লোভ তরে দেহেরি পতন আনে,
ভোগেরি চিন্তায় রবে মন অধঃপানে।
জিহ্বারে যে জনাই করিবে জয়,
দেহ তরে সাত্ত্বিক আহার রয়।
ধ্যান, জপ, তপ সাত্ত্বিক মনেতে হয়,
যে মনে বাসনা কামনা হইবে লয়।
সাত্ত্বিক মনেতে যে রয়,
'সেবা' তরে তারি মন হয়।
'লোভ তরে রহিবে যে জন,
সেবা, ত্যাগ হবে না কখন।

(৭৪)

রাগ, লোভ, মোহ ইন্দ্রিয়েরে কবে,
প্রয়োগ ভেদে ভাল মন্দ হবে।

স্বার্থের তাড়নায় মন যদি রহে তায়,
'মন্দ' কহিবে তাহাই।
সাধনার তরে রহিলে ইষ্টদেবতায়,
'ভাল' কহিবে উহাই।
ভোগ তরে টান রহে,
ভালবাসা তারে কহে।
টান যদি রয়
ইষ্টদেবতায়,
প্রেম নামে কয়
সে ভালবাসায়।
'এবার কালী তোরে খাব', কথা যাহা কবে,
রাগ রহিবে না তাহায়, বিরাগেতে রবে।
'সম্ভোগ' স্থূলে অনিত্য সুখ হয়,
সূক্ষ্ম সম্ভোগেতে নিত্য সুখ বয়।
স্থান কাল পাত্র ভেদে যাহা কিছু কবে,
একি কথা নানা ভাবে ভিন্ন অর্থে হবে।

(৭৫)

সংস্কার যেমনে মনটায়,
তেমনি মনেতে 'রং' ধরায়।
কর্মে জাগে 'সংস্কার',
ছাপ ধরে মনটার।
সংস্কার রহে দুই,
ভাল, মন্দ তাহে কই।

স্থ, কু, কর্ম তুই রবে,
ভাল, মন্দ তাহে কবে।
ভাল ছাপ কবে দেবতায়,
শয়তান কবে মন্দটায়।
শয়তান দেবতায় দ্বন্দ্ব মনটায়,
কুপথ, সুপথ তাহে রহিছে চিন্তায়।
সংস্কার রহে তায়,—
মনেতে চিন্তা জাগায়।
তুই মন রহে চিন্তায়,
কবে তা নর-দেবতায়।
স্থূল দেহ ধরে,
শয়তান তরে
'নর দেহ' কয়,
'জীব মন' হয়।
রলে সেই মনটায়,
'জীবাত্মা' কহে তায়।
মনে ছাপ রবে দেবতার,
কবে নাম 'দেবাত্মা' তাহার।
মনটাই 'আত্মা' হয়,
'পরমাত্মা' উঁহে কয়।
দেব মনে চিন্তা ধরি
শয়তানে লয় করি,
দেবভাবে রয়,
মন শুদ্ধ হয়।

শুদ্ধ মনেরে সবে 'পরমাত্মা' কবে,
'জীবাত্মা', 'পরমাত্মা' এই ভাবে হবে।
দেহ ধরে তায়,
শয়তানে ধায়।
ভোগে মাতে দেহটায়,
কুবৃত্তি তাহে চিন্তায়।
কুসংস্কার বেশী জাগায়,
বেশী 'কাল' দাগে মনটায়।
দেব মন সে জনার ঘুমন্ত রয়,
অসুরের প্রবলতা প্রাধান্য হয়।
অসুরের প্রবলতা অপ্রাধান্য রবে,
প্রাধান্য দেবতা সে মানবে কবে।
সু-মন, কু-মন,—মনে চিন্তা হয়
চিন্তা না রহিলে 'মন' তবু রয়।
যে মনে চিন্তা কভু নাহি হয়,
কর্ম বিলয়ে শুদ্ধ তাহে কয়।
সু-মন, কু-মন,
আর শুদ্ধ মন
মিলে 'তিন' রয়,
শেষে 'এক' হয়।
শেষ মন 'আমি' কয়,
'আমি'টাই সব হয়।

(৭৬)

বিদ্যা অর্জনে 'শিক্ষক' কহিছে,
বিদ্যালয়, পাঠতরে রহিছে।

নানা পাঠ শিক্ষা তরে,
পাঠ্য পুঁথি তাহে পড়ে।
পাঠ্য পঠন নানাবিধ হয়,
শেষেতে উহা একটিতে রয়।
সূক্ষ্মতর রহে তাহা,
ডকটরেট তরে উহা।
'রিসার্চ' করিছে যারা,
আর সূক্ষ্ম ধরে তারা।

একাগ্র চিত্তে যে বা রয়,
মেধা স্মৃতি জাগ্রত হয়।

সাধন পথেতে 'শিক্ষক' রহিবে,
সাধন ভজন পথে তাহারে ধরিবে।
জপ, তপ কিছু রলে মনটায়,
প্রয়োজনে 'গুরু' আসিবে তথায়।
না মিলিলে গুরু দুঃখ নাহি তার,
'মন' হইয়া গুরু চালনা করায়।
আরম্ভে,—মন্ত্র, তন্ত্র বড় হয়ে যায়,
ক্রমে ক্রমে তাহে বীজ মন্ত্র ধরায়।
পরিণামে উহা আর সূক্ষ্ম হয়,
ওঁ-কার শ্রেষ্ঠ, সবে তাহা কয়।

সাধন ভজন,
রবে তা গোপন।
অভ্যাসে আসিলে পরে,
কোলাহলে নাহি ধরে।

মনেতে 'নির্জন' রয়,
জপ, তপ সদা হয়।

১১

বিজ্ঞানের ছাত্র সকল
পাঠেতে রহে না কেবল ;
পাঠ্য পুস্তক পড়ে যাহা
'প্রেকটিকেলে' করে তাহা।

নিবিষ্ট মনে রয়,
'রিসার্চ' যদি হয়।
খিদা, তৃষ্ণা ভুলে রয়,
দিন যায় রাত্রি হয়।
জ্ঞান হারা আত্ম হারা,
এক মনে রহে তারা।

বিজ্ঞান বিশ্লেষে যাহা
অনুভবে নহে তাহা,
রহে কেবল আনন্দ চেষ্টার ;
রাম-ধনু আর,—
আলো জ্যোৎস্নার
উপভোগ তরে আনন্দ সবার।
বিশ্লেষে সুমিষ্ট আমের স্বাদ না ধরায়,
জিহ্বার স্বাদেতে অনুভব করায়।
অন্তরে যে জ্যোতি রয়,
আনন্দ সেথা সদা বয়।

মনের মাঝারে 'লেবরেটরি' রয়,
প্রাণ-বায়ু নিয়া সেথা রিসার্চ হয়।
যোগাভ্যাসে জানা রয়,
একনিষ্ঠে উহা হয়।
রিসার্চ করিয়া তথায়
জ্যোতি অনুভবে তায়।
জ্যোতি বিশ্লেষে না বুঝায়,
উপভোগ অন্তরে করায়।
অনুভবে রহে যাহা,
সবি ব্যক্ত নহে তাহা।

(৭৮)

জপ তপ ধ্যানে
'ভাব' আনে মনে।
পার্থিব 'ভাব' যাহা ;
মিল,—রবে না তাহা।
মন মাতিবে সদাই,
ব্যক্ত করিবারে তাই।
প্রকাশে ভাব,—ভাব লঘু হবে,
তাহে ভাব,—প্রকাশ না ক'বে।
অব্যক্ত রহিলে 'ভাব',
উহা হবে 'মহাভাব'।
'ভাব'টাতে আনন্দ বহায় ;
শেষে উহা ছাড়িতে না চায় ;

'সবিকল্প' তাহে রয়,
'নির্বিকল্প' নাহি হয়।
'আনন্দ' পরেতে যে ভাব হয়,
'শিব' ভাবে রহে তাহা,—অব্যক্ত রয়।
এই বিশ্ব ভাবময়,
'ভাব' বিনে কিছু নয়।
"যত্র যত্র মন যাতি,
তত্র তত্র কৃষ্ণ ভাতি"।
তাহে 'গোরা' ভাবময়,
কৃষ্ণ নামে মেতে রয়।
পরাভাব তারি হয়,
একি ভাবে যে বা রয়।
যে ভাবেতে যে মন,
হবে 'সিদ্ধ' তেমন।

(৭৯)

অখাদ্যে পীড়া উদরে আনে,
কু-পোশাক রোগ ধরে মনে।
রকমারি পোশাকে মন যারি ধায়,
তারিপরে আঁটসাট,—রুচি পাল্টায়;
তাহে মন বিক্ষিপ্ত রয়,
সুস্থ মন কভু নাহি হয়।
বিক্ষিপ্ত মনেরে অসুস্থ কবে,
তারই মন বিকারেতে রবে।

সাদাসিধে, ঢিলে ঢালা পোশাক রয়,
সহজ আসনে বসি প্রণায়াম হয়।
'দাঁড়া' সোজা রবে না তার
আসন রহিবে যাহার—
চেয়ার, আরাম-কেদার ;
'জোড়াসনে' হবে তাহার।
আসন, বসন,
সরল জীবন,—
যাহা ভারতীয়ে রয় ;
মন অযাচিতে
বহিছে ধ্যানেতে,—
তাহে 'দার্শনিক' কয়।
শিশু মন শুদ্ধ সরলতায় ;
পোশাক তারে কিছু না করায়।
বার্ধক্যে জাগে মন শৈশবের,
শিশু সুলভ সরল মনের।
যেই দেহটারে আনে মন,
সাথে তারে নেয় না কখন।
দেহ পুড়ে ছাই হয় ;
'মন শুধু একা রয়।
এ পোশাক সে-পোশাক মনে না করে,
সাদাসিধে পোশাক পরিধেয় হবে।

(৮০)

নারী-পুরুষ মিলে শক্তি কয়,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কেহ না হয়।

'শ' বর্ণ শক্তি অর্থে কবে,
এক 'শ',—একের পিঠে শূন্য দুই হবে।
সর্বশক্তিমান আদি পুরুষেরে কয়,
এক ভিন্ন দুই নয় ; ষ্ট্যাটিকই হয়।
দুই শূন্য ;—ডাইন্যামিকে কবে,
নারী-পুরুষ মিলে সংসার হবে।
কালের বিধান,—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
প্রাণী সকলে, এ রাজ্যের অধীন রয়।
ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণি সৃষ্টি এঁরা করে,
পালন তরে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবী নাম ধরে।
রুদ্র-রুদ্রানী হ'য়ে বিনাশ করিছে,
দেব-দেবী মূর্তি এসব স্থাপিত হইছে।
বুঝানের তরে এ সকল কয়,
এঁরা আসলে ব্রহ্ম-পুরুষ নয়।
'অ' অর্থ অনাদি, অন্ত নাহি যাঁর,
'আ'তে আনন্দ, লিঙ্গে ব্যক্ত না তাঁর।
আ পরে'ই,'—ইচ্ছা শক্তি আসে,
পরে'উ' উন্মেষ, তবে ত কালরাজ্য প্রকাশে।
ষ্ট্যাটিক্ আদি পুরুষ,—নিশ্চল, দ্রষ্টা, মৌন তারে কয়।
ডাইন্যামিক্ কর্ম-শক্তি ; অবাধ গতি লক্ষিত হয়।
তেজ-শক্তি ; প্রকৃতি কবে,
শক্তি উৎস ষ্ট্যাটিক্ হবে।

(৮১)

দেহ আমি নই, দেহেতেও আমি নই
(আমি) দেহ মাঝে দেহাতীতরে অনুভবে রই।

'দেহাতীত' অনুভবে কভু না কাহারে,
অনুভবে রহি আমি দেহাতীতরে।
একজন অনুভবে অপরে,
অপর জন চিন্তে না কাহারে।
তাহে, এক'ব্রহ্মবিদ', 'ব্রহ্ম' অপরে,
'ব্রহ্মবিদ্' আর 'ব্রহ্ম' এক না ধরে।

দেহ আমি নই, দেহে আমি নই,
দেহটারে আলো করে শ্বাস-চৈতন্যে রই।

সবেতেই রহিয়াছে মন,
শ্বাসে-মতি নহেকো কখন।
চক্ষুর পলক পড়িছে সর্বক্ষণ,
তাহে বিরক্তি জাগে না কখন।
চক্ষু হেরে সর্ব-উপকরণ,
হেরে না কভু নিজের বদন।

তাহে আপনারে ভুলিয়া রহ দেখ না কখন,
অপরকে করিয়া আপন, তাহারে ভাব নিজ জন।
আমার নিজেতে আমি করি 'একা' অবস্থান,
এহেন মাঝে দু'য়ের কভু নাহি বাসস্থান।

'কালের রাজ্য,' 'প্রেমের রাজ্য,'—দুই রাজ্য রয়,
কালেরে অতিক্রমি প্রেম-রাজ্যে প্রবেশিতে হয়।
'আমি-আমার' আর'দেহ-বোধ' রবে যতক্ষণ,
'প্রেম-রাজ্য' বন্ধ রবে, তাহে প্রবেশ হবে না কখন।
ক্ষণেরে করিয়া আশ্রয়,
'কাল-রাজ্য' অতিক্রমিতে হয়।

কাল-রাজ্যে আসা যাওয়া অনিত্য ব্যাপার,
প্রেম-রাজ্যে নিত্য-সুখ, নির্মল-আনন্দ অপার।
সাকার-নিরাকার দুই, ভিন্ন নাহি কবে,
একের মাঝেতে অপর জড়ায়ে রহিবে।
'দেহ-মন' মানুষেতে রহে যতদিন,
ভয়, শোক, দুঃখ-ভাবে ততদিন।
দেহ হ'তে মন বিচ্ছেদ করিলে সাধনে,
নিত্য আনন্দে রবে, সুখ-দুখ জাগিবে না মনে।
'ইন্দ্রিয়-বাসনা' আর 'আশা' ত্যজিবে যখন,
সবি একাকার, ভেদা-ভেদ রবে না তখন।
ইন্দ্রিয় দিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে হয়,
একের ভিন্ন অপর কভু নাহি রয়।

'চৈতন্য-আমি'—নিত্য সত্য, সর্বত্র স্বাধীন,
স্থান-ব্যবধান আর সময়ের নহেকো অধীন।

নিজেরে ভুলিয়া সবে পরেরে করিছ আপন,
দুঃখ তাহে পাও, সদানন্দে নাহি তাহে মন।
নিজেরে চিনিতে শেখ ত্যজিয়া অপরজন,
চিদানন্দে রহি মন, নিত্য সত্যে রবে সর্বক্ষণ।

প্রেমের রাজ্য সদা আনন্দময়,
সবার উর্ধে প্রেম, জানিবে নিশ্চয়।
প্রেম-রাজ্যে যবে প্রবেশিলে,
কালের রাজ্যরে লীলাভূমি বলে।
'কাল' আর 'প্রেমে' বিভেদ না রয়,
বুদ্ধির ভ্রমেতে, দু'য়ে প্রভেদ হয়।

শ্বাস-বায়ু রহে নাকো স্থির,
সদা-বাস, হইয়ে অস্থির।
শ্বাস-বায়ু টলে না যার
'শিব' নাম হয় তাহার।
উহা টলে যে জনার,
'জীব' নাম হবে তার।
'চৈতন্য-আমি' যাকে কবে,
'শিব' নাম তারি হবে।

'স-কাম' কর্ম্মে বাসনা জাগায়,
'নিষ্কাম-কর্ম্মে' উহা লয় পায়।
কামনা বর্জ্জিত কর্মতে মতি সদা রবে,
কর্ম-ফলে 'আশা' রলে দুঃখ পেতে হবে।

'আশা' নাহি রহে যার,
নিত্য-সুখ বহে তার।
না হেরিলেও নিজের বদন,
বদন-অস্তিত্ব রহিছে যেমন,
না জানিলেও 'আমি'কে তেমন,
'আমি' স্বরূপ রহে সদাক্ষণ।

দর্পণে না হেরিলে যেমন
নিজরূপ করে না দর্শন,
'দেহ-মন' আবরণ রবে যতকাল,
'আমি' কে! জানিবে না ততকাল।

মলিন-দর্পণরূপ মায়া-আবরণ
অজ্ঞানতা পরিবেশ সৃজিছে সর্বক্ষণ।

মলিন-দর্পণে মুখ না দেখায়,
পরিশুদ্ধ-দর্পণে উহা দর্শায়।
'দেহ-মন' রূপ আবরণ রহিছে সদাই,
তাহে, 'আমি' দেহাতীতকে অনুভবে নাই।

মায়ারূপ আবরণ অদর্শনে রহিছ সদাই,
আমিকে ভুলিয়া, পরকে আপন করিছ তাই।
এ অদৃশ্য-আবরণ হইলে দৃশ্যমান,
ক্রমে হবে স্বচ্ছ উহা, পরে ঘন-মান।
ঘনীভূত হইলে সেই আবরণ
জানিবে 'কাল-রাজ্য' আঁধার কেমন !
আঁধাররূপে কাল-রাজ্যরে যবে অনুভবে,
জ্যোতিরূপ প্রেম-রাজ্যে তবে প্রবেশিবে।
যে আবরণ অদর্শনে কাল-রাজ্য নিত্য রবে,
ঘনীভূত আবরণে ঐ রাজ্য অন্ধকার কবে।

'দেহ-মন' যাহাকেই কবে,
মায়া-আবরণ নাম তাহা হবে।
'আসক্তি' নাম কবে যাহা
পর্দাবরণ হবে তাহা।
আসক্তি যদ্যপি লয় পাবে,
আনন্দ-সাগরে সেই ভেসে রবে।
সে জন 'মন্দ' কভু দেখে না আর,
'ভাল-মন্দ' তারি কাছে হয় একাকার।
ছাড়ি এবে পরজন, আমিকে চিনিতে শেখহে এখন,
আমি-কে জানিলে, বুঝিবে এ বিশ্ব-সবি নিজপরিজন।

কাঁচ আর দর্পণেতে
ভেদ রহে দুইয়েতে।
কাঁচের একপিঠ আস্তরেতে
নামরূপে রহে উহা দর্পণেতে।
মলিন-দর্পণ আর পরিশ্রুত দর্পণ,
মন-দর্পণ দুইরূপে রহিছে তেমন।
আস্তর না রহিলে পরে স্বচ্ছ কাঁচে কিছু না ধরায়,
তেমনি সুখ-দুঃখ নাহি রহে, 'শূন্য'তে বসায়।
শূন্য পরে এক হবে,
প্রেম-রাজ্য তাহা কবে।
প্রেম-রাজ্যে সদা জ্যোতি প্রবাহিবে,
ঘনীভূত-পর্দারূপে কাল-রাজ্য প্রকাশিবে।
ঘনীভূত-পর্দা যাহা রূপ,
কাল-রাজ্যের আঁধার স্বরূপ।
সবারি রহিছে পর্দা-আবরণ,
তাহে, কাল-রাজ্য অনুভবে সদাক্ষণ।
ঘনীভূত হইলে সেই আবরণ
নিজেরে চিনিবে সে যখন
আঁধার ঘুচায়ে রবে,
আলোতে বসতি হবে।

সদা-অশান্ত মনেরে বশেতে আনাও
অন্যপথ নাহি আর, 'শান্তি' যদি চাও।
মনের 'চাহিদা' সকল,
মানুষের দুঃখ কেবল।

চাহিদার নাহি শেষ,
উহা করহ নিঃশেষ।
মন যদি 'শান্ত' না রয়,
কোথাও 'শান্তি' নাহি বয়।
আনন্দ আর সুখ ভোগ কেমনে তা হবে,
অনিত্য ভোগ-ঐশ্বর্যে কভু কি সম্ভবে?
বিষয়-বুদ্ধিতে রহিলে সদাক্ষণ
শান্তি কোথা! পায় কি কখন?
দেহ নই, দেহে নই,—এ ভাবেতে রবে,
'ভয়' আর 'মন-স্তাপ' কভু না হবে।
দেহ-বোধ যগুপি না রয়,
ভয়, ভীতি কিছু নাহি হয়।
মৃত্যু ভয় নাহি রবে,
মৃত্যুরে জীবন কবে।
চৈতন্য-আমি নিত্য-সত্য ব্রহ্মরূপ
চিদানন্দ অপরূপ, সুখ শান্তির আগার,
'আমি-আমার' ধরিয়া এ রূপ,
'স-কাম' কর্মে সৃজ কেন দুঃখ আপনার।
শ্বাস-চৈতন্যে রহি আমি, আমিকেই জান তায়,
আমিতেই আমি যাবে, অন্য কিছু সঙ্গে না যায়
'হবে', 'হবে না',—উর্ধেতে রবে
এ হেন 'যোগ-বিয়োগে' কিছু নাহি হবে।
ত্যাগেই সুখ,
ভোগেতে দুখ।

বিষয়াগত ভাব মনে,
সুখ-দুঃখ দুই আনে।
'কি জানি কি হয়,' সদা মনে ভাসে,
তাহে-ভয়, দুঃখ, শোক সদা আসে।
ভাবের ঘরে এসব চুরি, শূন্য কেবল রবে,
শূন্য, শূন্য, শূন্য পরে 'এক' তাহে কবে।
'একম্-অদ্বিতীয়ম,' এক ভিন্ন দুই নই,
তাহে আমি শূন্য পরে 'একে-একা' রই।

'আমি' আর 'দেহাতীত' মিলি রহি দেহতে,
দেহ কিংবা দেহে নই মোরা দুজনাতে।
তথাপি দেহ-পটে অঘটন ঘটায়,
একে অন্তরে দেহে অনুভব করায়।
দেহ মধ্যে সবে যারে 'আত্মা' নামে কয়,
'আমি' আর 'দেহাতীত' মিশে তাহে রয়।
দেহাতীত তুমি হবে, আমি-তুমি দুই কবে,
পরিশেষে দুয়ে মিলে আমিটাই রবে।

স্থির-অনুভবি, ত্যজিলে এ দেহ পরে
ব্রহ্মবিদ আর ব্রহ্ম,—'ব্রহ্ম' নাম ধরে।
অনুভবে হারাইলে চলিবে না তায়,
'পেয়েও হারায়',—স্থিত রবে সাধ্য সাধনায়।

দেহ দেখ এবে, কি সুন্দর আবরণ!
জল-পূর্ণ ঘট ভাসে সমুদ্রে যেমন।
ভাসমান ঘট কালের তরঙ্গে ভাঙ্গি যবে যায়,
পাত্র-জল আর সমুদ্র-জল ভেদ না ধরায়।

হীম-বাহ সৃজিয়া তুষার
সমুদ্র জলে ভাসিছে কেমন,
বায়ু-বহা সমুদ্র জলে, তরঙ্গাকার
হইয়া সৃজন রহিছে যেমন,
তেমনি জানিবে, এ বিশ্ব সৃজে যে জন
সর্ব-ঘট মাঝে রহি, ঘটেতে না রন।
'তুষার' আর 'তরঙ্গ' যাহা দৃশ্য রবে,
জলের আকার এরা, অন্য না হবে।
জ্যোতি তেজে বায়ু প্রবাহিলে,
'তুষার,' 'ঢেউ' আর 'ঘট' নাম নিলে।
তাহে,'দেহ-আমি' এ বোধে রয়,
বায়ুহীনে দেহ নাহি, জ্যোতিই হয়।
শ্বাস-বায়ু বহে তোমা, দেখ উহা আসল ব্যাপার,
আসলেতে দাও মন, জ্যোতিকেই ভাব আপনার।

প্রথমেতে আমি সর্ব-দেহ,
অবশেষে দেহে নহি কেহ।
পরিণামে শূন্যতে রবে,
শেষে, 'আমি-তুমি' একত্ব হবে।
'বোধন' অর্থ এইভাবে জান,
অন্তরে প্রথমে করিয়ে আহ্বান
করি আপন, 'তুমি' বলি তায়,
পরিশেষে, 'তুমি-আমি' এক হয়ে যায়।

মন্দির, তীর্থ যত খোঁজ ভাই, কোথাও কিছু নাই,
অন্তরে রহিছে সব অন্তরের কিছু করা চাই।

শ্বাসের গতিতে যার
রহে সদা মতি,
আঁধার ঘুচিয়া তার
আলোতেই স্থিতি।
শ্বাস মধ্যে 'আমি' রবে
আমিটাই সূক্ষ্ম কবে।
সূক্ষ্মের সঙ্গেতে সূক্ষ্ম করিয়া সম্ভোগ
চিদানন্দে রহে সদা, করি উপভোগ।
শ্বাসেতেই রহিয়াছে প্রাণ
এতে সবে কর অবধান।
হাড়-মাস দেহে নও,
শ্বাসেতেই তুমি রও।
শ্বাসেতেই মন যার সদা করে সার,
অজ্ঞাত রহে না কিছু, সবি জ্ঞাত তার।
শ্বাস তালে 'হংস' জীব করি মন স্থির,
তালে তালে 'অউম্' জপে না হয়ে অধীর।
এ ভাবে 'খ' তার নিকটেতে আসে,
দুঃখ রহে না আর, সদা সুখে ভাসে।

(৮২)

দেব-দেবী মূর্তিগুলি
নানা নামে সবে বলি ;
এ সবারে পুরুষ না কবে,
সকলে এঁরা ভব-রাজ্যে হবে।
বিশিষ্ট গুণেতে রলে দেব-দেবী হয়,
না রহিলে বিশিষ্ট্যতে 'নর' তাহে কয়।

মনস্থির করিবারে
হিন্দুরা মূর্তি আরাধনা করে।
প্রতীক্ স্বরূপে পূজে ; স্থির নিশানায়
রাখি মন, সেই আদি পুরুষে পৌঁছায়।
হিন্দুরাও আসলে একেশ্বরবাদী,
ভুল করে ; রহে বোলে দেব-দেবী মাতি।
মানব সকল,
আমি-আমি কহে কেবল।
নানা রূপে দেখ এবে,
খণ্ড খণ্ড আমি ভবে।
অখণ্ড আমিকে সবে,
একমাত্র ভগবান কবে।
জীব-আমি দেহ-বোধে কয়,
চৈতন্য-আমি সর্বত্রই রয়।
মমতা, আমিত্ব ভাব,
আর দেহ বোধ রবে যতকাল,
হারাই হারাই ভাব,
মনে ভয়, ত্রাস রহে ততকাল।
প্রাণ-বায়ু যারি বয়,
সংসার তারি রয়।
এ বিশ্ব সংসার বন্ধনে
ব্রহ্ম দ্রষ্টারূপে বাঁধা একাসনে।
স-কাম কর্মে সংসার প্রবৃত্তি,
নিষ্কাম-কর্মে আসিবে নিবৃত্তি।

দেহে যতদিন রয়,
কর্ম শেষ নাহি হয়।
কর্ম দিয়া কর্ম ক্ষয়,
শেষে সব-কর্ম লয়।
এ হেন যোগীবরে,
পুনঃ দেহ না ধরে।

(৮৩)

কালেরে অতিক্রমি মহাকালে পৌঁছায়,
মহাকাল ভেদ করি ক্ষণেরে ধরায়।
ধরিয়া ক্ষণেরে,
প্রবেশে ক্ষণের ভিতরে।
সাধকের সিদ্ধিলাভ হয় যে তখন,
আমি-তুমি একাকার, অব্যক্ত এমন।
ষ্ট্যাটিক্, ডাইন্যামিক্ দু'টি কথা রয়,
স্থিতি আর গতি দুই অর্থে হয়।
ব্রহ্ম স্থিতিশীল, লিঙ্গ না রবে,
তাঁকে সর্বশক্তিমান্ পুরুষ কবে।
এই উৎস পুরুষ সবার উপর,
হ'তে আসে, কর্ম-শক্তি নিরন্তর।
শক্তির,—আদি, অন্ত, বিরাম না তার,
সৃষ্টি-স্থিতি-নাশে ক্রিয়া যে অপার।
ভগবান বা ঈশ্বর যে নামে রবে,
পুরুষ বা ষ্ট্যাটিক্ বা ক্ষণ উহা কবে।
ডাইন্যামিক্ ফ্যর্স্ যাহা কয়,
শক্তি বা অ্যানার্জি উহাই হয়।

শক্তিরে সবে মহামায়া কবে,
মায়া,—কায়ারূপে প্রকাশিছে ভবে।
দৃশ্যমান জীব জগৎ যাহা কিছু রয়,
কর্ম্ম-শক্তির ক্রিয়ায় এ সকলি হয়।
সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশ যাহাই ঘটায়,
ডাইন্যামিক্ ফ্যর্স্ এ সকলি করায়।
পুরুষ চিন্তার বাহিরে,
সৃষ্টি রহস্যে উহা না ধরে।
তেজ-শক্তি ক্রিয়া এ বিশ্ব মাঝার,
মাতৃ পূজা তাই অগ্রেতে সবার।

(৮৪)

ভৌগলিক ব্যবধানে,
জাতি, ভাষা, পরিজন রহে নানা অবস্থানে ;
মানব ভাবে এ সব স্বার্থের কারণে,
সকলে মনুষ্য জাতি; ভিন্ন রবে কেমনে ?
আমিত্ব গরীমায়
আর ভোগ, লালসায়
এক জাতি অন্যরে পৃথকি ভাবায়,
হিংসা, দ্বেষ, শোষণ—প্রভুত্ব করায় ;
কাল-রাজ্যে সকলেরই বাস
এ ভব সংসার অস্থায়ী আবাস।
তথাপি মানুষ ভাবে নাকো মনে,
রহে তবু , ভৌগলিক ব্যবধানে।

একি খিদে, একি মল,
একি প্রাণ, দেহে বল,
একি বায়ু সবে টানে,
সে শক্তি সবার প্রাণে।
কাম-কামনা
যত বাসনা
দেহ-বোধ, আমিত্ব, যে সব রয়,
আর ব্যাধি, জরা, শোক,-সকলেরই এক হয়।
কর্ম-শক্তি করে ক্রিয়া সকলের অন্তরে
ভিন্ন না উহা ; উৎস তার একি ঈশ্বরে।
সকলেই আমি, আমি কথা কবে,
দেখ ভেবে, খণ্ড খণ্ড আমি কত ভবে।
অখণ্ড আমি যাহা হবে
তারে ; একমাত্র ভগবান কবে।
রবে না মন কভু মানবতায়,
না জাগিলে প্রেম আপন সত্বায়।

(৮৫)

ব্যবহারিক পরিভাষা নানা কিছু রয়,
আত্মা, জীবাত্মা, পরমাত্মা এ সব কয়।
দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বিবেক, বুদ্ধি যাহা রবে,
'আত্মা' নামে পরিভাষায় এ সকলও কবে।
ষ্ট্যাটিক্, ডাইন্যামিক্ সহজে বুঝিবে,
আমি, চৈতন্য-আমি আর সহজ হইবে।
জ্ঞান, ভক্তি পাণ্ডিত্যে পৃথগ্ করায়,
জ্ঞানবিনে ভক্তি সম্ভবে কি তায় ?

ভিন্ন না কভু দ্বৈত,অদ্বৈতবাদ,
বিভেদ যাহা, পাণ্ডিত্যের বিবাদ।
প্রথমে মানব রহে আমিত্ব বন্ধনে,
রহে না নিজ আমি শক্তির সন্ধানে।
বোধ আসিলে তায়, আমিত্ব সরে যায়,
ঐ শক্তি করিয়ে আপন তুমি বলে তায়।
তুমি আমি যে ভাব দ্বৈত-ভাব,
দু'য়ে মিলে এক আমি, কবে তাহা অদ্বৈত সে ভাব ॥
যারি বহে শ্বাস,
রবে সংসার আর আশ।
সংসার-প্রবৃত্তি, আশা,
দু'য়ে সুখ-দুখের বাসা।
সুখ-দুখ, দুটি বোন রহে যে এমন,
এক সাথে রবে না কখন।
একের অঙ্ক শেষে,
অন্য বোন প্রবেশে।
নিবৃত্তি মন হবে যার,
সুখ-দুখ বোধে না তার।
সমত্বভাবে মন শান্ত রয়,
শান্ত মনে শান্তি বয়।
পাণ্ডিত্য মোহে জড়াবে না মন,
অনুভবে রহে যাঁহা ব্যক্ত না কখন।
মহাজনেরা যে পথেতে করিছে গমন,
ধরিলে সে পথ, আমি কে জানিবে তখন ॥

৫০-৫৫৯৩

তারাশঙ্কর

টালাপার্ক এ্যাভেন্যু
কলিকাতা-২
২৩শে কার্তিক ১৩৭৬

শ্রীযুক্ত হরলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'আমি কে জানতে হবে' কাব্যগ্রন্থখানি পড়ার সুযোগ আমার ঘটেছে। গ্রন্থখানিকে যদিও কাব্যগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করলাম, তবু বলব, এটি আসলে কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি তাঁর ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম চিন্তার ফল ; যে অধ্যাত্ম-চিন্তাকে তিনি মোটামুটি প্রকাশ করবার জন্য ছন্দোবদ্ধ ভাষার মাধ্যম গ্রহণ করেছেন মাত্র। সেই হিসাবে মাত্র এটি কাব্যগ্রন্থ, আসলে এটি একটি ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম-চিন্তা সম্পর্কিত রচনা।

ভারতবর্ষের মাটিতে অধ্যাত্ম-চিন্তা কাল থেকে কালান্তরে হয়ে আসছে, এবং কাল ভেদে ও ব্যক্তিভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই চিন্তা একান্ত ব্যক্তিগত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কোথাও কোথাও এই চিন্তা গুরুকে আশ্রয় করে গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রের স্ফুরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় নিজের আত্মিক স্বরূপকে ধ্যান করেছেন, তার স্বরূপকে বুঝবার ও জানবার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করেছেন। গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন ছোট ছোট ছন্দোবদ্ধ আত্মচিন্তার মাধ্যমে তিনি সেই সার্ব্বজনীন আত্মচিন্তাকেই প্রকাশ করেছেন।

এই প্রকাশের আলোয় তিনি হয়তো আপনার অধ্যাত্ম-চিন্তার ও অধ্যাত্ম আত্মপ্রকাশের পথ পেয়েছেন বা পাবেন। অন্য বহুজনও হয়তো এই চিন্তার আলোয় নিজ নিজ ইপ্সিত অধ্যাত্মপথকে কিছু পরিমান আলোকিত করতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
(জ্ঞান পীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত ; প্রখ্যাত সাহিত্যিক; ডি-লিট্ ।)

"শ্রীগুরু আশ্রম"
শেওড়া ফুলী—চারাবাগান
জিলা—হুগলী
৬। ১২। ৭৬ বাং

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য লিখিত "আমি কে জানতে হবে" কাব্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। আমি—এই কথাটির একটি গূঢ় অর্থ আছে। লেখক এইটি সহজ ও সরল কবিতাকারে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যাহা অনুধাবণ করিতে কষ্ট হয় না। মাঝে মাঝে নানা তত্ত্ব বিষয়েরও অবতারণা করিয়া এই তুরুহ কথাটি সহজ বোধ্য করিয়াছেন।

প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে নিয়ত শব্দ হইতেছে। এই শব্দ তত্ত্বকেই লেখক 'হংস' তত্ত্বাকারে ব্যক্ত করিয়া দেহস্থিত আত্মার অবস্থানের শ্রেণী ভাগ করিয়াছেন। জগন্নাথ দেবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটিতে নূতনত্বের আভাস আছে।

সম্পূর্ণ গ্রন্থখানির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট আছে এবং ইহা কোনও বিশেষ ধর্মমতকে আশ্রয় করে নাই। গ্রন্থখানি মানব ধর্ম্মকে অবলম্বন করে লিখিত হইয়াছে। যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী লোকই এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন এবং তৃপ্তি পাইবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। লেখক যোগপথেরও অনেক ইঙ্গিত ও অনুভুতির কিছু কিছু কথা গ্রন্থখানিতে পরিবেশন করিয়া উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এইরূপ কাব্য গ্রন্থ অধুনা অতীব বিরল এবং ইহা আধুনিক যুগোপযোগী হইয়াছে। এইরূপ একটি ক্ষুদ্রগ্রন্থে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বৈশিষ্টপূর্ণ পরিবেশন ও সমাধান বড় বেশী দেখা যায় না

ভক্ত ব্রজপ্রার্থী—
শ্রীরাধাবল্লভ দাস গোস্বামী
বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ—

শ্বাস প্রশ্বাসকে প্রাণবায়ু (হ-কার ধ্বনি) কহে। ইহাই জীবের প্রাণ। ঐই প্রাণবায়ু বহাহেতু মানুষের অন্তরে এই শব্দ।

হংসঃ হংসঃ → প্রাণবায়ু শব্দ (২১,৬০০ বার দিবা রাত্রিতে)

↓

সঃ হং → নিহিত শব্দ

↓

সোহং → যুক্ত শব্দ

↓

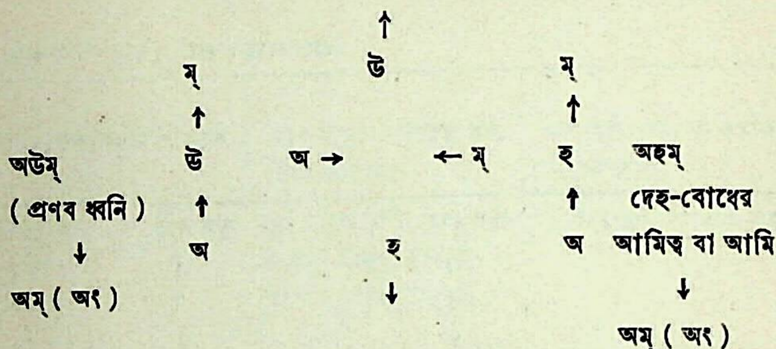
ে া ং → স, হ লুপ্তিতে

↓

ওঁ (প্রণব চিহ্ন)

(ও-কার চিহ্ন ে া বর্ণ 'ও' তে প্রকাশ ; আর 'ং' বিকল্পে ঁ হয়।)

চন্দ্র বিন্দু ঁ বিকল্পে বর্ণ 'ম্' হয় ; তাই প্রণব চিহ্ন (ওঁ) উচ্চারণে ওম্ ; পরে বর্ণ 'ও'-এর উচ্চারণ 'অউ' এমত হইয়া প্রণব উচ্চারণ 'অউম্' হইয়া থাকে।



হ (হং-কার বা প্রাণ বায়ু) এবং 'উ' (স্থিতি বা উপস্থিতি) না রহিলে অম্ বা অং (আমি) রহে। প্রাণকে আয়াম (প্রলম্বিত) করিলে বা প্রাণয়ামে জীব-আমি (অহং) চৈতন্য-আমিকে (অং) অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে। এই ভব সংসারে যাহার স্থিতি (উ) তাহারই শ্বাস বা প্রাণ (হ্)। দেহান্তরে খণ্ড খণ্ড জীব-আমি চৈতন্য-আমিতে রূপান্তরিত; আবার চৈতন্য আমি ভব সংসারে খণ্ড খণ্ড জীব-আমিতে প্রকাশিত।

অ → লুপ্ত অ (হ) → হ (প্রকাশ)

ব্রহ্ম অ

⇅

জীব হ

ভূমিকা লিখিয়াছেন
প্রখ্যাত দার্শনিক ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিমত দিয়াছেন
যোগীবর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বাবাজী, সংস্কৃত বিশারদ ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত প্রবর শ্রীমধুসূদন ন্যায়াচার্য (সংস্কৃত কলেজ), প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, বৈষ্ণব দর্শনতীর্থ শ্রীরাধাবল্লভ দাস গোস্বামী।

অনুপ্রেরণা দিয়াছেন
কাশীধামের সচল বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীগোপিনাথ কবিরাজ (মহামহোপাধ্যায়)
সাধিকা প্রবর শ্রীশ্রীগঙ্গা দেবী (পঞ্চতীর্থ, বেদান্ত সরস্বতী)